

## অধ্যায়-৩: সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালা

**প্রশ্ন ১** শাহেদ এবং কবির বাল্যবন্ধু। শাহেদ জ্ঞানের নির্দিষ্ট একটি শাখায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পর সেই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নিয়েছে। অপরদিকে দুর্ভাগা কবিরকে হঠাৎ করে বাবা মারা যাবার কারণে লেখাপড়া ছেড়ে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। বসত বাড়িটি ছাড়া বাবা আর কোনো সম্পত্তিই রেখে যেতে পারেননি। উপায়সূত্র না পেয়ে অবশেষে কবির জীবিকার জন্য অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজে লেগে গেল।

চ. ব. রা. কু. বো. ১৮/ প্রশ্ন নং ৪/

- ক. 'The Value Base of Social Work' গ্রন্থের লেখক কে? ১
- খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে কবিরের জীবিকার্জনের উপায়টির বৈশিষ্ট্য পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. শাহেদের জীবিকার্জনের পন্থাটি কবিরের জীবিকার্জনের পন্থা থেকে আলাদা- এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো। ৪

### ১নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'The Value Base of Social Work' গ্রন্থটির লেখক হলেন চার্লস এস লেভি (Charles S. Levy)

**খ** আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে ব্যক্তির স্বকীয়তা বজায় রেখে যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে আত্মোন্নয়নের সুযোগকে বোঝায়।

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ একটি মূল্যবোধ। ব্যক্তির পছন্দ, চাহিদা, সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ অধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ অধিকার ব্যক্তির আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

**গ** উদ্দীপক কবিরের জীবিকার্জনের উপায়টি হচ্ছে বৃত্তি। মানুষ তার জীবনধারণের জন্য যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে তাকে বৃত্তি বলা হয়। বৃত্তির কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন— বৃত্তির ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ শিক্ষা বা যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড থাকে না। বৃত্তির জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক নয়। বৃত্তির ক্ষেত্রে তেমন সুনির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব থাকে না। এখানে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে পারে। বৃত্তি যেহেতু ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে তাই এখানে জবাবদিহিতা বিশেষভাবে অনুপস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়াও বৃত্তির অনুশীলন হয় এবং সেক্ষেত্রে এটি জনকল্যাণমূলক নাও হতে পারে।

উদ্দীপকের কবির বাবা মারা যাওয়ার কারণে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ কারণে লেখাপড়া ছেড়ে সে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে। বসতবাড়ি ছাড়া অন্য কোনো সম্পত্তি না থাকায় সে অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করে। কবিরের জীবিকার্জনের এ কাজটি বৃত্তিরই অন্তর্ভুক্ত। আর বৃত্তির বৈশিষ্ট্যগুলোর উপরে বর্ণিত হয়েছে।

**ঘ** শাহেদের জীবিকার্জনের পন্থাটি কবিরের জীবিকার্জনের পন্থাটি থেকে আলাদা— এ বিষয়টির সাথে আমি একমত।

বৃত্তি বলতে জীবনধারণের জন্য যেকোনো রকমের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনই পেশা। প্রতিটি পেশারই কতগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে পৃথক সত্তা দান করে।

উদ্দীপকের শাহেদ জ্ঞানের নির্দিষ্ট একটি শাখায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছে। পরবর্তী সময়ে সেই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সে জীবিকা

অর্জনের পথ বেছে নিয়েছে। শাহেদের জীবিকার্জনের পন্থাটি পেশার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে কবির বৃত্তির মাধ্যমে জীবিকার্জন করেছে। শাহেদকে জীবিকার্জনের জন্য সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু কবিরকে এরকম কোনো সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে হয়নি। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে শাহেদকে তার পেশাগত কাজ সম্পর্কে বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু কবিরকে তার কাজের জন্য কোনো ধরনের নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়নি। একজন পেশাদার হিসেবে শাহেদকে অবশ্যই তার পেশার মূল্যবোধগুলো মেনে চলতে হয়। কিন্তু কবিরকে তার কাজের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো মূল্যবোধ মেনে চলতে হয় না। শাহেদের পেশার সামগ্রিক উন্নয়ন ও কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু কবিরের বৃত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। শাহেদের পেশাকে অবশ্যই জনগণ ও সমাজের স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু কবিরের বৃত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, শাহেদ ও কবিরের জীবিকার্জনের পন্থা সম্পূর্ণ আলাদা।

**প্রশ্ন ২** রীমা ও সীমা ঢাকা মেডিকেল থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করে। সীমা একটি হাসপাতালে রোগী দেখেন এবং রীমা কসমেটিক্স এর ব্যবসা করেন।

চা. বো. দি. বো. কু. বো. চ. বো. ঘ. বো. সি. বো. ১৭/

প্রশ্ন নং ৪: কিএফ শাউন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩: শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ৪: সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৪: বানজাহান আদী

আদর্শ মহাবিদ্যালয়, কুলনা। প্রশ্ন নং ৩: ইকরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৩/

- ক. NASW কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
- খ. "সামাজিক স্বীকৃতি পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য"— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. রীমা জীবিকা অর্জনের কোন উপায়টি বেছে নিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. রীমা ও সীমার জীবিকা অর্জনের উপায় দুটির বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করো। ৪

### ২নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৫৫ সালে NASW (National Association of Social Workers) প্রতিষ্ঠিত হয়।

**খ** সামাজিক স্বীকৃতি পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবিকা নির্বাহের জন্য আমরা যে সব কাজ করি তার সবগুলোকে পেশা বলা যায় না। পেশার সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সামাজিক স্বীকৃতি এর অন্যতম। যেমন- আমাদের সমাজে ডাক্তারি, শিক্ষকতা, নার্সিং, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কাজের সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে। এজন্য এগুলো পেশা হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং সামাজিক স্বীকৃতি পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

**গ** রীমা জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে কসমেটিক্সের ব্যবসা শুরু করেছেন, যা বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।

জীবিকা নির্বাহের জন্য সাধারণত মানুষকে কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। এ সব কাজকে বৃত্তি ও পেশা এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণত, যেকোনো জীবিকা অর্জনের উপায়ই বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ বৃত্তি হলো জীবনধারণের জন্য করতে হয় এমন যেকোনো ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলি।



উদ্দীপকের রীমার বেছে নেওয়া কাজটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। প্রথমত, কসমেটিক্সের ব্যবসার জন্য তাকে তত্ত্বনির্ভর বা প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়নি। দ্বিতীয়ত, তার কাজটি এমন যেক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড প্রয়োজন হয় না। তৃতীয়ত, রীমা তার ব্যবসা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। চতুর্থত, রীমার কাজটি জনকল্যাণমূলক নয়, বরং এটি কেবল তার জীবিকা নির্বাহের উপায়। এ সব বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, রীমা জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে বৃত্তিকে বেছে নিয়েছে।

**২** রীমা ও সীমার জীবিকা নির্বাহের উপায় দুটি যথাক্রমে বৃত্তি ও পেশা নামে পরিচিত। এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

অনেকেই বৃত্তি ও পেশাকে প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু সমাজকর্মে বৃত্তি বলতে জীবনধারণের জন্য যেকোনো ধরনের অর্থনৈতিক কাজকে বোঝায়। অন্যদিকে, পেশার মূল দিক হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন। প্রতিটি পেশারই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে আলাদা করে।

রীমার কাজের জন্য তাকে কোনো তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়নি। কিন্তু একজন ডাক্তার হওয়ার জন্য সীমাকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, এজন্য তাকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণও নিতে হয়েছে। অথচ ব্যবসা পরিচালনার জন্য রীমাকে আলাদাভাবে কোনো প্রশিক্ষণ নিতে হয়নি। আবার সীমার পেশার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড রয়েছে, যা রোগী ও কাজের জায়গার প্রতি তার আচার-আচরণ ও সেখানে তার কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সীমার কাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। এক্ষেত্রে তার জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অন্যদিকে রীমার ব্যবসায় সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ, জবাবদিহিতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে সে তুলনামূলকভাবে অনেক স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। শেষে আরও বলা যায়, সীমার পেশা সমাজে উচ্চ মর্যাদার এবং এটি জনকল্যাণমূলক। কিন্তু রীমার কাজটি এরকম নয়। তাই আলোচনার শেষে বলা যায়, রীমা ও সীমার কাজের মধ্যে অর্থাৎ বৃত্তি ও পেশার মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

**প্রশ্ন ৩** নিবেদিতা চৌধুরী তিন বছর নার্সিং কলেজে শিক্ষানবিশ হিসেবে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমানে সিনিয়র নার্স হিসেবে কর্মরত আছেন। রোগীরা তাকে অনেক পছন্দ করে। তাকে বিশ্বাস করে। রোগীদের সেবা করার ক্ষেত্রে তিনি কখনই আবেগতড়িত হন না। তবে বিশেষ কিছু নীতি ও মূল্যবোধ মেনে চলেন। তিনি এই সেবার মাধ্যমেই পরিবারের ভরণ-পোষণ ও জীবিকা নির্বাহ করেন।

- ক. বিভারিজ রিপোর্ট কত সালে পেশা করা হয়? ১
- খ. শিল্পবিপ্লব বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উল্লিখিত নিবেদিতা চৌধুরীর কাজটি কোন ধরনের অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে কি এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আছে যার আলোকে নিবেদিতার সেবার কাজটিকে শুধু জীবিকা নির্বাহের উপায় বলা যায়? মতামত দাও। ৪

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১৯৪২ সালে বিভারিজ রিপোর্ট পেশা করা হয়।

**খ** শিল্পবিপ্লব বলতে সে সকল প্রচেষ্টা ও পরিবর্তনের সমষ্টিকে বোঝায় যার প্রেক্ষিতে শিল্প যুগের সূচনা হয়েছিল।

শিল্পবিপ্লব মূলত শিল্প এবং বিপ্লব — এ দুটি পৃথক শব্দের সমষ্টি। এর দ্বারা শিল্প সংক্রান্ত বিপ্লবকে নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ এর ফলে কায়িক শ্রমনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন পদ্ধতির

আবির্ভাব ঘটে। শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয় ইংল্যান্ডে, যা পরবর্তীতে অতি দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়েই সারা বিশ্বের কৃষিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা শিল্প নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত নিবেদিতা চৌধুরীর কাজ প্রকৃতি, ধরন ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় পেশার অন্তর্ভুক্ত।

জীবিকা নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য, তত্ত্বনির্ভর সুশৃঙ্খল জ্ঞান, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পেশা বলা হয়। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার অর্জিত জ্ঞানকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করে জীবিকা অর্জন করতে পারে। নিবেদিতা চৌধুরীর কাজটিও এ ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

নিবেদিতা চৌধুরী একজন সিনিয়র নার্স হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য তাকে পড়াশোনার মাধ্যমে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। তিনি তিন বছর নার্সিং কলেজে শিক্ষানবিশ হিসেবে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এভাবে তিনি তার কাজের জন্য দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করেছেন। তাছাড়া তিনি রোগীদের সেবা করার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নীতি ও মূল্যবোধ মেনে চলেন। এই নীতি ও মূল্যবোধসমূহ তার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। তিনি কখনোই আবেগতড়িত হয়ে কাজ করেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পরিবারের ভরণপোষণ এবং জীবিকা নির্বাহে নিবেদিতা চৌধুরী যে অর্থনৈতিক কাজটি বেছে নিয়েছেন সেটিতে পেশার সকল মৌলিক বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তার কাজটি জীবিকা নির্বাহের বিশেষ পন্থা পেশাকেই ইঙ্গিত করে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোকে নিবেদিতার সেবার কাজটিকে শুধু জীবিকা নির্বাহের উপায় বলা যাবে না।

জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে সেগুলোকে বৃত্তি ও পেশা এ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। বৃত্তি বলতে জীবনধারণের জন্য যেকোনো ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। কিন্তু যখন কোনো বৃত্তির সাথে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, জবাবদিহিতা প্রভৃতি যুক্ত হয় তখন তা পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়। নিবেদিতার কাজটিও পেশার অন্তর্ভুক্ত।

নিবেদিতা রোগীদের সেবা প্রদানের কাজে একজন সিনিয়র নার্স হিসেবে কর্মরত আছেন। এই কাজের মাধ্যমেই তিনি তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করেন। এ দিকটি বিবেচনায় তার কাজটিকে বৃত্তি বলা যায়। কিন্তু তার কাজটি কেবল জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ তার কাজটির জন্য তাকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে হয়েছে। তাছাড়া সেবামূলী কাজটিতে তিনি সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধ ও নৈতিকতা দ্বারা পরিচালিত হন এবং তার কাজের জন্য এক ধরনের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার বিষয় রয়েছে। এ সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে নিবেদিতার কাজটি কেবল বৃত্তি বা জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, বরং পেশা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, নিবেদিতার কাজটি বৃত্তি অপেক্ষা বিস্তৃত এবং তা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পেশার ধারণার সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

### প্রশ্ন ৪



চিত্র-‘ক’



চিত্র-‘খ’

সকল বোর্ড ২০১৬। প্রশ্ন নং ৩।

- ক. সমাজকর্ম মূল্যবোধ কী? ১
- খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝ? ২



গ. উদ্দীপকে 'খ' এর জীবিকা অর্জনের মাধ্যমকে কী বলে? 'ক' এর সাথে 'খ' এর সম্পর্ক লেখো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে সমাজকর্মের উন্নয়নে উদ্দীপক 'খ' এর জীবিকা অর্জনের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো? ৪

#### ৪নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সমাজকর্ম মূল্যবোধ হলো কতগুলো আদর্শ, বিশ্বাস, ধারণা ও মৌলিক নীতিমালার সমষ্টি, যা পেশাদার সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**খ** আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে ব্যক্তির স্বকীয়তা বজায় রেখে যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগকে বোঝায়।

এটি সমাজকর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মূল্যবোধ। ব্যক্তির পছন্দ, চাহিদা, সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ অধিকার ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে তার জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

**গ** চিত্র 'খ' এর জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমকে পেশা বলে।

সমাজকর্মে জীবিকা নির্বাহের সাথে সম্পর্কিত দুটি প্রত্যয়— পেশা ও বৃত্তি দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৃত্তি বলতে জীবিকা নির্বাহের এমন পন্থাকে বোঝায় যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। যেমন— চিত্র 'ক' ডিম্কাবৃত্তির উদাহরণ। এর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট জ্ঞান বা স্বীকৃতি প্রয়োজন হয় না। অন্য দিকে কোনো জীবিকার্জনের কাজের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রয়োজন হলে তা পেশার অন্তর্ভুক্ত হয়। চিত্র 'খ' এ নির্দেশিত চিকিৎসক পেশার একটি উদাহরণ।

তবে পেশা ও বৃত্তি দুটি ভিন্ন বিষয় হলেও এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব। পেশা ও বৃত্তি উভয়ই জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসেবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ উভয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য এক। আবার পেশা ও বৃত্তির আরেকটি অভিন্ন উদ্দেশ্য সেবা প্রদান করা। তাছাড়া পেশাজীবী ও বৃত্তিজীবী উভয়েই সমাজের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নেয়। তাই জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের দিক থেকে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এ দুটি প্রত্যয়ের মাঝে সম্পর্ক আছে।

**ঘ** উদ্দীপকের 'খ' চিকিৎসা পেশার উদাহরণ। এ পেশার মতো বাংলাদেশে সমাজকর্মের পেশার বিকাশে সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন।

সমাজকর্ম প্রত্যক্ষভাবে অন্যান্য পেশা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এটি একমাত্র পেশা যা সমাজের ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির নানা সমস্যা মোকাবিলায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান, মূল্যবোধ, পেশাগত সংগঠন ও সামাজিক স্বীকৃতি সমাজকর্মকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে পেশা হিসেবে বাংলাদেশে সমাজকর্মের অবস্থান এখনো ততটা সুদৃঢ় নয়।

চিত্র 'খ' তে একজন চিকিৎসককে দেখা যাচ্ছে। চিকিৎসকেরা নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের আওতায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত হন। পেশাদারি চিকিৎসা সেবা শুরু করার আগে তাদের বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল থেকে পেশাগত স্বীকৃতির সনদপত্রও গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে পেশাগত স্বীকৃতির অভাব একটি বড় বাধা। কেননা এ দেশে সমাজকর্মীদের জন্য কোনো পেশাগত সংগঠন এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে চিকিৎসক, আইনজীবী কিংবা প্রকৌশলীদের মতো সমাজকর্মীরা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারেন না। কেননা, অন্যান্য পেশার মতো এক্ষেত্রেও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সামাজিক স্বীকৃতি ইত্যাদির হয়। তাই, চিত্র "খ" এর পেশার মতো বাংলাদেশেও সমাজকর্মের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নিশ্চিত করা জরুরি।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশে সমাজকর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে বিকাশ লাভ করবে।

**প্রশ্ন ৫** রাইসা তাসনিম তিন বছর নার্সিং কলেজে শিক্ষানবীশ হিসাবে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমানে সিনিয়র নার্স হিসাবে কর্মরত আছেন। রোগীরা তাকে অনেক পছন্দ করে। তাকে বিশ্বাস করে। রোগীদের সেবা করার ক্ষেত্রে তিনি কখনই আবেগ তড়িত হন না। তবে বিশেষ কিছু নীতি ও মূল্যবোধ মেনে চলেন। তিনি এই সেবার মাধ্যমেই পরিবারের ভরণ-পোষণ ও জীবিকা নির্বাহ করেন।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিবিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪।]

ক. সমাজকর্ম মূল্যবোধ কী? ১

খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের রাইসা তাসনিমের কাজটি কোন ধরনের অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাইসার কাজটিকে কি পেশা বলা যায়? নাকি তার কাজটি একটি সাধারণ জীবিকা নির্বাহের উপায়? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

#### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সমাজকর্ম পেশায় নিয়োজিত সমাজকর্মীরা মানুষের কল্যাণে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগে যেসব মূল্যবোধ অনুসরণ করে থাকে, তাই সমাজকর্ম মূল্যবোধ।

**খ** সৃজনশীল ৪নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** সৃজনশীল ৩নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৩নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ৬** সমাজকর্মের শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রদের বলেন, কোনো বিষয়কে পেশা হতে হলে সুনির্দিষ্ট জ্ঞানভাণ্ডার, সামাজিক দায়িত্বশীলতা, পেশাগত সংগঠন, জনকল্যাণমুখীতা যেমন থাকতে হয়, তেমনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বেতন ও সনদ প্রদান করতে হয়। কিন্তু বৃত্তির জন্য এসব কোনো কিছুর অপরিহার্যতা নেই। [নার্সিং কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪।]

ক. Profession শব্দটি ল্যাটিন কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১

খ. বৃত্তি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে পেশার যেসব মানদণ্ডের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে পেশা ও বৃত্তির বৈসাদৃশ্য নিবূপণ কর। ৪

#### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** Profession শব্দটি ল্যাটিন Professio শব্দ থেকে এসেছে।

**খ** সমাজস্বীকৃত যে কোনো কাজ করে জীবিকা নির্বাহের উপায়কে বৃত্তি বলা হয়।

বৃত্তির ইংরেজি শব্দ হলো Occupation। বৃত্তি বলতে জীবন ধারণের সাধারণ উপায়সমূহকে নির্দেশ করা হয়, যার জন্য কোনো তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। বৃত্তির ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল জ্ঞান ভান্ডার থাকে না। ইচ্ছা এবং সামর্থ্য থাকলেই যেকোনো কাজকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যায়। কুলি, মজুর, গৃহভৃত্য, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি প্রভৃতি কাজকে বৃত্তি বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে পেশার সুশৃঙ্খল জ্ঞানভাণ্ডার, সামাজিক দায়িত্বশীলতা, পেশাগত সংগঠন, জনকল্যাণমুখীতা প্রভৃতি মানদণ্ড উল্লেখ রয়েছে।

জ্ঞানের বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বৃত্তিকে পেশা বলা হয়ে থাকে। পেশার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে। প্রত্যেক পেশারই একটি সুশৃঙ্খল জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে। সমাজের প্রত্যাশা পূরণের মাধ্যমে পেশার সামাজিক গুরুত্ব স্বীকৃত। পেশাগত সেবাকর্মের মানরক্ষা, উন্নয়ন এবং পেশার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে পেশাগত সংগঠন গড়ে ওঠে। পেশা উচ্চ মানের বৃত্তি। যা শুধু জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা নয়; বরং জনকল্যাণে নিবেদিত।



উদ্দীপকে দেখা যায়, সমাজকর্মের শিক্ষক পেশার কয়েকটি মানদণ্ড সৃষ্টি, জ্ঞানভাণ্ডার, সামাজিক দায়িত্বশীলতা, পেশাগত সংগঠন, জনকল্যাণমুখীতার কথা উল্লেখ করেছেন। সৃষ্টি, জ্ঞানভাণ্ডার পেশাগত ক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, সুসংবদ্ধ ও সুসংহত জ্ঞানের সমষ্টি। যা পেশাদার ব্যক্তিকে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলে। পেশাজীবীরা জনগণের কল্যাণের জন্য প্রতিশ্রুতিশীল এবং দায়বদ্ধ থাকে। পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে পেশাজীবী তার পেশার উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধ পরিকর। উদ্দীপকে উল্লেখিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে চিকিৎসা ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষকতা, ব্যাংকিং, নার্সিং প্রভৃতিকে পেশা বলা হয়।

**ঘ** উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পেশা ও বৃত্তির মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

মানুষ তার জীবনধারণের জন্য যেসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয় তাকে বৃত্তি বলা হয়। কিন্তু পেশা হতে গেলে সুনির্দিষ্ট জ্ঞানভাণ্ডার, সামাজিক দায়িত্বশীলতা, পেশাগত সংগঠন, জনকল্যাণমুখীতা প্রভৃতি মানদণ্ডের প্রয়োজন পড়ে। উদ্দীপকেও পেশার উক্ত মানদণ্ডগুলো দেখা যায়।

অনেকে পেশা ও বৃত্তিকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু আদৌ তা এক নয়। পেশার ক্ষেত্রে কিছু মানদণ্ড উল্লেখ থাকলেও বৃত্তির ক্ষেত্রে সেগুলোর অপরিহার্যতা নেই। নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য, তত্ত্বনির্ভর সৃষ্টি, জ্ঞান এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়ই পেশা। কিন্তু জীবনধারণের জন্য যেকোনো রকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেই বৃত্তি বলা হয়। প্রতিটি পেশার ক্ষেত্রে পেশাজীবীর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। অথচ বৃত্তির ক্ষেত্রে তেমন সুনির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব নেই। পেশার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক পেশারই পেশাগত সংগঠন বিদ্যমান। কিন্তু বৃত্তির জন্য সংগঠনের আবশ্যিকতা নেই। প্রত্যেক পেশারই উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ সাধন। কিন্তু বৃত্তি জনকল্যাণমূলক নাও হতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, পেশা ও বৃত্তি দুটি স্বতন্ত্র ধারণা। তাই পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

**প্রশ্ন ৭** আকমল সাহেব ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে বড় করে তুলেছেন। পড়াশুনা, জীবনসংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত তিনি তাদের উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। তার সন্তানরাও বাবা-মাকে অত্যন্ত ভক্তি করে। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আকমল সাহেবের সন্তানরা যথোচিত আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। *[আজিমপুর গডা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪]*

- ক. মূল্যবোধ কোন ধরনের প্রত্যয়? ১
- খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. আকমল সাহেবের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধের ইজিত প্রকাশ পায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটির পারস্পরিক মূল্যবোধের ফলে সমাজে সংগতি বৃদ্ধি পায়— তোমার মতামত দাও। ৪

#### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মূল্যবোধ একটি আপেক্ষিক প্রত্যয়।

**খ** সামাজিক মূল্যবোধ বলতে সেসব নীতিমালা, বিশ্বাস, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, সংকল্প প্রভৃতিকে বোঝায়, যা মানুষের সামাজিক সম্পর্ক এবং আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সামাজিক মূল্যবোধ হলো একটি বিচারবোধ, যা ব্যক্তিগত বা দলগত কল্যাণে প্রয়োজন হয়। সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, মনোভাব, কার্যক্রম প্রভৃতির সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের মানুষের আচরণের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে।

**গ** আকমল সাহেবের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের ব্যক্তির সহজাত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি মূল্যবোধের ইজিত পাওয়া যায়।

ব্যক্তির সহজাত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি সমাজকর্মের সাধারণ মূল্যবোধগুলোর একটি অন্যতম দিক। সমাজকর্ম জাতি, ধর্ম, বর্ণ,

নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পৃথক সত্তা ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। সমাজকর্মে বিশ্বাস করা হয়, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষ মর্যাদা ও মূল্যের অধিকারী। ব্যক্তির মর্যাদা ও পৃথক সত্তার স্বীকৃতি দান ছাড়া যেমন মানুষের কল্যাণ আনয়ন সম্ভব নয়, তেমনি সমাজের কল্যাণসাধনও সম্ভব নয়। এজন্য সমাজকর্মে সাহায্যার্থীকে তার অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। উদ্দীপকেও এ দিকটির চর্চা লক্ষ করা যায়।

আকমল সাহেব তার সন্তানদের সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিয়েছেন বলেই তারা সফল হয়েছে। ব্যক্তির মর্যাদার স্বীকৃতি সাহায্যার্থীর সৃষ্টি প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হয়। এতে ব্যক্তি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সক্রিয় সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এছাড়া এর ফলে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং স্বাবলম্বন অর্জনের স্পৃহা জাগ্রত হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত 'পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ মূল্যবোধের ফলে সমাজে সংহতি বৃদ্ধি পায়'— ধারণাটির সাথে আমি একমত।

সমাজকর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পেশাগত মূল্যবোধ হলো পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ। এ ধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টি ও শাস্তিপূর্ণ সমাজ গঠন এবং পরিচালনার অপরিহার্য শর্ত। যে সমাজের মানুষের মধ্যে সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধের গুণ থাকে না, সেই সমাজ সৃষ্টি হতে পারে না। তাছাড়া এটা মানুষের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, কলহ ও বিদ্বেষ দূর করে সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে।

উদ্দীপকে আকমল সাহেব তার সন্তানদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে বড় করেছেন। তার সন্তানরাও বাবা-মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। সমাজের নানা ক্ষেত্রেও তারা যথোচিত আচরণ প্রদর্শন করে। তাদের এ মূল্যবোধটি সমাজকর্মের পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধকে নির্দেশ করে। আধুনিক সমাজকর্ম পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন, সামাজিক সুসম্পর্কের বন্ধন এবং সৌহার্দ্যমূলক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে। সমাজকর্ম বিশ্বাস করে যে, সমাজের প্রতিটি সদস্যই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মীরা এ মূল্যবোধের যথাযথ অনুসরণ করে সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠনে নিবেদিত হয়। এ মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণ এমনকি সমাজকর্মী এবং সাহায্যার্থীর মধ্যকার সম্পর্ক আন্তরিক হয়। আকমল সাহেবের সন্তানরা এ মূল্যবোধটি যথাযথভাবে অনুসরণ করে। যা সুন্দর সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ মূল্যবোধটি সমাজে শান্তি ও সংহতি বৃদ্ধি করে।

**প্রশ্ন ৮** নিশি ও ঐশি সমাজকর্মে মাস্টার্স করছে। তারা ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য ঢাকা শহরের একটি বস্তিতে পর্যবেক্ষণে যায়। কিন্তু সেখানে বস্তির এক মহিলার সাথে নিশির তর্কাতর্কি শুরু হয়। তখন ঐশি নিশিকে শান্ত করে এবং পর্যায়ক্রমে একটি সৃষ্টি ও আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। *[আজিমপুর গডা গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫]*

- ক. পেশা কী? ১
- খ. পেশা ও বৃত্তির মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২
- গ. নিশি সমাজকর্মের কোন নীতিমালার পরিপন্থি আচরণ প্রদর্শন করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ঐশির ভূমিকায় সমাজকর্মের যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সাধারণত জীবিকা নির্বাহের জন্য তত্ত্বনির্ভর সৃষ্টি, জ্ঞান, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হলো পেশা।



২৪ প্রতিটি পেশারই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে, যা পেশাকে বৃত্তি থেকে আলাদা করে।

প্রতিটি পেশার ক্ষেত্রে নিজস্ব সুসংগঠিত ও প্রতিষ্ঠানিক জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বৃত্তির জন্য কোনো বিশেষ জ্ঞানার্জনের আবশ্যিকতা নেই। প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তিকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে পেশাগত কাজ সম্পর্কে বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। বৃত্তির ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি পেশারই স্বতন্ত্র কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড থাকে। বৃত্তির ক্ষেত্রে তেমন কোনো মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ডের প্রয়োজন হয় না।

২৫ নিশি সমাজকর্মের ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি নীতিমালার পরিপন্থি আচরণ প্রদর্শন করেছে।

সমাজকর্মের অন্যতম মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি। সমাজকর্ম বিশ্বাস করে সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তি বিশেষ যোগ্যতা ও মর্যাদার অধিকারী। হয়তো সুযোগ বা স্বীকৃতির অভাবে মানুষ তার যোগ্যতা কাজে লাগাতে পারে না। তাছাড়া ব্যক্তি চায় সে যে পরিবেশে বাস করে, সেখানে তার যথার্থ মূল্যায়ন হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি না দেয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব নয়।

নিশি ও ঐশি সমাজকর্মে মাস্টার্স করেছে। তারা ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য ঢাকা শহরের একটি বস্তি পর্যবেক্ষণে যায়। সেখানে গিয়ে নিশি বস্তির এক মহিলার সাথে তর্ক করে। এতে সমাজকর্মের ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার নীতিটি লঙ্ঘিত হয়। কারণ সমাজকর্মের শিক্ষার্থী হিসেবে নিশির উচিত ছিল বস্তির মহিলাটিকে তার নিজস্ব মর্যাদা দানের মাধ্যমে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করা। কিন্তু তা না করে সে মহিলাটির সাথে তর্ক শুরু করে। ফলে বস্তির মহিলাটির ব্যক্তিগত মর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ লঙ্ঘিত হয়, যা সমাজকর্ম মূল্যবোধের পরিপন্থি।

২৬ ঐশির আচরণে সমাজকর্মের পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ মূল্যবোধটি প্রকাশ পেয়েছে। সমাজকর্মে এ মূল্যবোধটির তাৎপর্য বিশেষভাবে স্বীকৃত।

পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ সমাজকর্মের অন্যতম মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত। এ ধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সমাজকর্ম পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন, সামাজিক সুসম্পর্কের বন্ধন এবং সৌহার্দ্যমূলক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়াসী। তাছাড়া সমাজকর্ম বিশ্বাস করে যে, সমাজের প্রতিটি সদস্যই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মীরা এ মূল্যবোধের যথাযথ অনুসরণ করে সুন্দর ও কাজকর্ম সমাজ গঠনে কাজ করে। এ মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এমনকি সমাজকর্মী এবং সাহায্যার্থীর মধ্যেও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ঐশি ও নিশি তাদের ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য একটি বস্তিতে যায়। সেখানে নিশি বস্তির একজন মহিলার সাথে তর্ক করে। তখন ঐশি নিশিকে শান্ত করে আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে ঐশি পারস্পরিক সহনশীলতা এবং শ্রদ্ধাবোধ মূল্যবোধটি প্রয়োগ করে। এ মূল্যবোধ মানুষের পারস্পরিক হৃদয়, কলহ ও বিদ্বেষ দূর করে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ মূল্যবোধ প্রয়োগ করে ঐশি নিশিকে শান্ত করতে সক্ষম হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্মী পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাবোধ মূল্যবোধটি অনুশীলন না করলে যথাযথভাবে তার পেশাগত ভূমিকা পালন করতে পারবেন না। এ ধরনের মূল্যবোধ সৃষ্টি ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত।

২৭ রাজিব ও সজিব গ্রামের পাঠশালায় পড়ত। দরিদ্রতার কারণে রাজিব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর বাবার কৃষিকাজে সাহায্য করে। মাঝে মাঝে গ্রামের বাজারে তাদের মূদির দোকানে বসে। অপরদিকে, সজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি পাস করে জেলা শহরে ওকালতি করে এবং তার সন্তানরা ভালো স্কুলে পড়াশোনা করে।

/বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ গাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩/

ক. সামাজিক মূল্যবোধের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

১

খ. শিল্পবিপ্লব বলতে কী বোঝ?

২

গ. উদ্দীপকে রাজিবের জীবনধারণের অবলম্বনকে সমাজকর্মের ভাষায় কী বলা হয়? তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

৩

ঘ. সজিবের জীবিকা পেশার বৈশিষ্ট্যের আলোকে মূল্যায়ন কর।

৪

### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সামাজিক মূল্যবোধের ইংরেজি প্রতিশব্দ Social Values.

খ. সৃজনশীল ৩নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ. উদ্দীপকে রাজিবের জীবনধারণের অবলম্বনকে সমাজকর্মের ভাষায় বৃত্তি বলা হয়।

বৈশিষ্ট্যগতভাবে জীবনধারণের জন্য যেকোনো রকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বৃত্তি বলা হয়। যেমন— দিনমজুর, রিকশাচালক, কুলি প্রভৃতি। বৃত্তির জন্য কোনো বিশেষ জ্ঞানার্জনের আবশ্যিকতা নেই। এমনকি বৃত্তির জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাও আবশ্যিক নয়। আবার বৃত্তির ক্ষেত্রে নৈতিক মানদণ্ড ও মূল্যবোধের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। বৃত্তির ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বিশেষভাবে অনুপস্থিত।

রাজিব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে তার বাবাকে কৃষিকাজে সাহায্য করে এবং মাঝে মাঝে তাদের মূদি দোকানে বসে। এরূপ কাজের জন্য রাজিবের কোনো প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নেই। তাই তার কাজ বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রাজিবের জীবনধারণের যে অবলম্বন তাকে বৃত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ঘ. পেশার বৈশিষ্ট্যের আলোকে সজিবের জীবিকাকে পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য, তত্ত্বনির্ভর সুশৃঙ্খল জ্ঞান, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানভিত্তিক জীবিকা নির্বাহের পন্থাকে পেশা বলে। এদিক বিচারে ওকালতি একটি পেশা।

সজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি পাস করে ওকালতি করছে। পেশার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সজিব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে সুশৃঙ্খল জ্ঞান অর্জন করেছে। এছাড়া এ পেশায় রয়েছে বিশেষ দক্ষতা ও কৌশল যা বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়েছে। সেই সাথে তার পেশাগত দায়িত্ব রয়েছে, বিভিন্ন কাজের জন্য রয়েছে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা। সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা তার পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়া সজিবের পেশায় রয়েছে পেশাগত নৈতিক বিধিমালা ও পেশাগত সংগঠন। পাশাপাশি পেশায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তাকে ব্যক্তিগত যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে। পেশাগত সেবার ফলাফলের পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপযোগ্যতাও তার পেশার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জীবিকা হিসেবে ওকালতি কাজের মধ্যে পেশার বৈশিষ্ট্যাবলি রয়েছে। তাই সজিবের জীবিকা ওকালতি পেশার অন্তর্ভুক্ত।

২৮ বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের একটি দেশ। তথাপি জনগণ অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও অসচেতনতার মধ্যে বসবাস করছে। রয়েছে তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। বিপুল জনসংখ্যার এই দেশে পেশাদার সমাজকর্ম প্রয়োগের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একটা সংগঠনের অভাবে সমাজকর্ম পেশার মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়নি। অনেক সময় সাধারণ ধারণা অনুযায়ী সমাজের জন্য কল্যাণমূলক কোনো কার্যক্রমে কেউ অংশগ্রহণ করলেই গণমাধ্যমগুলো তাকে সমাজকর্মী হিসেবে প্রচার করে।

/গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ। প্রশ্ন নং ৪/

ক. গ্রহণনীতি অর্থ কী?

১

খ. পেশাগত মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ?

২

গ. উদ্দীপকে কোন সংগঠনের অভাবের কথা বলা হয়েছে এবং কেন? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উক্ত সংগঠনের অভাবে বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার মর্যাদা অর্জনে সফল হয়নি— তুমি কি একমত? যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৪



ক গ্রহণনীতি হলো সমাজকর্মী সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি বা সাহায্যাধীকে কীভাবে গ্রহণ করবে সেই নীতি।

খ যেসব নীতিমালা, বিশ্বাস, দর্শন, ধ্যান-ধারণা, সংকল্প প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাগত আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর সমষ্টিকে পেশাগত মূল্যবোধ বলে।

প্রতিটি পেশারই নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে। এ সকল মূল্যবোধের প্রেক্ষিতেই পেশাদার কর্মীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে পেশাগত সংগঠনের অভাবের কথা বলা হয়েছে। যেকোনো পেশার মানোন্নয়ন, পেশাদার কর্মীদের স্বার্থ-সংরক্ষণ, কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য প্রত্যেক পেশারই নিজস্ব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান থাকে। এর মাধ্যমে পেশার উন্নতি, পেশাদার ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ, বিপদসংকুল অবস্থার মোকাবিলা, অনুশীলনের ক্ষেত্র সৃষ্টি, পেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রণ, পেশা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ ধরনের সংগঠন না থাকলে কোনো পেশা পেশাগত মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। উদ্দীপকের ক্ষেত্রে এ ধরনের সংগঠনের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ হওয়ায় পেশাদার সমাজকর্ম প্রয়োগের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একটি সংগঠনের অভাবে সমাজকর্ম পেশাগত মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। উদ্দীপকের এই তথ্যটি সমাজকর্মের পেশাগত সংগঠনের অভাবকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ হ্যাঁ, উক্ত সংগঠন অর্থাৎ পেশাগত সংগঠনের অভাবেই বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশার মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়নি বক্তব্যটির সাথে আমি একমত।

পেশাগত সংগঠন পেশার সময় উপযোগী মান উন্নয়ন, ব্যাপক প্রচার, অনুশীলনের ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং পেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি প্রতিষ্ঠান। অথচ বাংলাদেশে সুদীর্ঘ ৫০ বছরেও সমাজকর্ম পেশার ক্ষেত্রে তেমন কোনো শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠেনি। পেশাগত মর্যাদার লড়াইয়ে শক্তিশালী ও পেশার উন্নয়নে আত্মনিয়োগকারী সংগঠনের কোনো বিকল্প নেই। সংগঠনের মাধ্যমে পেশাজীবীদের নিয়ন্ত্রণ, নৈতিক মানদণ্ড ভঙ্গকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা এবং পেশার সময়োপযোগী ব্যবস্থা না থাকলে স্বীকৃত পেশাও পতনের সম্মুখীন হতে পারে। উদ্দীপকে এ ধরনের সংগঠনের অভাবকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জনগণ অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও অসচেতনতার মধ্যে বাস করছে। বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার এই দেশে পেশাদার সমাজকর্ম প্রয়োগের বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও সংগঠনের অভাবে সমাজকর্ম এখনো পেশার মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে উপরে বর্ণিত পেশাগত সংগঠনের অভাবকেই দায়ী করা যায়। কেননা, বাংলাদেশে অন্যান্য পেশা যেমন চিকিৎসা, আইন, সাংবাদিকতাসহ সকল পেশার পেশাগত সংগঠন থাকায় সেগুলো পেশার মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত পেশাগত সংগঠনের অভাবেই সমাজকর্ম বাংলাদেশে পেশার মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ১১ সুমনা হক একটি সরকারি শিশু পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক। সালমা নামে অতি দরিদ্র পরিবারের পিতৃহীন একটি মেয়েকে তার প্রতিষ্ঠানে আনা হলে তিনি মেয়েটিকে সাদরে গ্রহণ করলেন। মেয়েটির মতামত নিয়ে তার বৌক বুঝে অজ্ঞান ও সংগীত শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করলেন।

(সিফিউকিন সরকার একাডেমী এড কলনজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নং ৪)

প. সুমনা হকের কর্মতৎপরতার মধ্যে সমাজকর্মের যেসব মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে তার বিবরণ দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সালমার জীবনের স্থায়ী উন্নয়নে সুমনা সমাজকর্মের আর কোন কোন মূল্যবোধ অনুসরণ করতে পারে? বুঝিয়ে লেখা। ৪

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CSWE-এর পূর্ণরূপ হলো 'Council on Social Work Education.'।

খ সমাজকর্ম মূল্যবোধ বলতে সমাজকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অনুসৃত মূল্যবোধগুলোকে বোঝানো হয়, যা মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়।

বর্তমান যুগে সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্যকারী পেশা হিসেবে স্বীকৃত। অন্যান্য পেশার ন্যায় এই পেশাতেও কিছু স্বীকৃত মূল্যবোধ আছে। সাধারণত যেসব আদর্শ, বিশ্বাস, ধারণা, মৌলিক নীতিমালা ও স্বীকার্য সত্যের ওপর পেশাদার সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলোর সমষ্টিকেই সমাজকর্মের মূল্যবোধ বলে।

গ উদ্দীপকে সুমনা হকের কর্মতৎপরতার মধ্যে সমাজকর্মের যেসব মূল্যবোধের প্রতিফলন দেখা যায় তা হলো ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা নীতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুমনা হক শিশু পরিবারে সদ্য আগত সালমা নামের মেয়েটিকে সাদরে গ্রহণ করেন যা ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতিকে চিহ্নিত করে। সমাজকর্মী মাত্রই বিশ্বাস করেন, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার যথাযথ স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে তাকে যদি যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা সহকারে গ্রহণ করা হয়, তাহলে সে আত্মবিশ্বাসী হবে এবং সমস্যা সমাধানে সক্ষমতা লাভ করবে। এই মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজকর্মী সাহায্যাধীকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন। এই ব্যাপারটি উদ্দীপকের সুমনা হকের কাজে দেখা যায়।

আবার সালমার মতামত গ্রহণ করে তার পছন্দানুযায়ী বিষয় শেখার দিকে গুরুত্বারোপ করেন সুমনা হক, যা সমাজকর্মের ব্যক্তি স্বাধীনতা নীতিকে প্রতিফলিত করে। সমাজকর্ম বিশ্বাস করে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী কাজ করতে চায় এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারলেই তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। সমাজকর্মের এই মূল্যবোধটি সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। ফলে সে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় এবং সাবলম্বী হয়। উদ্দীপকে সুমনা হককে দেখা যায়, সালমার মতামত ও আগ্রহের ভিত্তিতে তাকে অজ্ঞান ও সংগীত শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তাই বলা যায়, সুমনা হকের কর্মতৎপরতার মধ্যে সমাজকর্মের ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি এ দুটি মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সালমার জীবনের স্থায়ী উন্নয়নে সুমনা সমাজকর্মের আরো কিছু মূল্যবোধ অনুসরণ করতে পারেন।

একজন সমাজকর্মী সব সময়ই চেষ্টা করেন সাহায্যাধীকে এমনভাবে সাহায্য করতে যাতে সে নিজ সমস্যা মোকাবিলা ও পুনরাবৃত্তি রোধে সক্ষম হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে উদ্দীপকে সুমনা হককে দেখা যায়, শিশু পরিবারে নতুন আগত সালমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে তার সমস্যা মোকাবিলার মাধ্যমে সক্ষম করে তুলতে। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি অনুসরণ করলেও তা একটি সাময়িক সমাধান আনতে পারে। তাই সালমার জীবনের স্থায়ী উন্নয়নে সমাজকর্মের অন্যান্য মূল্যবোধগুলো অনুসরণ করা উচিত।

প্রতিটি পেশার পেশাগত অনুশীলনে কতিপয় মূল্যবোধ অনুসৃত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্ম সমিতি সমাজকর্মের ১৪টি মূল্যবোধের উল্লেখ করেন যার ভিতর থেকে দুটির প্রয়োগ

ক. CSWE-এর পূর্ণরূপ লেখা।

১

খ. সমাজকর্ম মূল্যবোধ বলতে কী বোঝ?

২



উদ্দীপকে দেখা যায়। তবে সালমা নামের অতি দরিদ্র পরিবারের পিতৃহীন মেয়েটির স্থায়ী সমস্যা সমাধানে আরো যে মূল্যবোধ অনুসরণ করা যায় সেগুলো হলো— মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তির সামর্থ্যের মূল্যায়ন, গোপনীয়তা, ব্যক্তি মানুষকে তার প্রতিভা উপলব্ধির সুযোগ প্রদান, সাহায্যার্থীদের ক্ষমতায়ন, সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান, বৈষম্য না করা প্রভৃতি। আপাতত শিশু পরিবারে বাস করলেও এক সময় সালমা নামের মেয়েটি আরো বৃহৎ পরিসরে যাবে। তাই শিশু পরিবারে থাকা অবস্থাতে যদি তার পারিবারিক পরিচয় কিংবা আর্থিক অবস্থান বিবেচনায় না এনে তাকে মানুষ হিসেবে যথাযথ মূল্যায়ন প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজ প্রতিভা উপলব্ধির সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তার পক্ষে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা সম্ভব। এছাড়াও স্বনির্ভরতা নীতি ও সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান নীতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিচালনায় তাকে দক্ষ করে তোলা সম্ভব।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, একজন সমাজকর্মীর মূল লক্ষ্য হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির জীবনের স্থায়ী উন্নয়ন ঘটানো। এক্ষেত্রে শিশু পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক এবং সমাজকর্মী হিসেবে সুমনা হক উদ্দীপকে উল্লিখিত মূল্যবোধের পাশাপাশি সমাজকর্মের আরো কিছু মূল্যবোধ অনুসরণের মাধ্যমে সালমার জীবনে স্থায়ী উন্নয়ন ঘটাতে পারেন।

**প্রশ্ন ১২** আবেদিন কাদের একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি তার সমস্যাগ্রস্ত ক্লায়েন্টদের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করে, সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও নীতিমালার ভিত্তিতে, পেশাগত সংগঠনের আওতায় থেকে সেবা প্রদান করে থাকেন।

[আদম মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ৪]

- ক. মূল্যবোধ কী? ১
- খ. পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক কোথায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আবেদিন কাদের এর পেশাগত মূল্যবোধগুলো প্রয়োজন কেন?— ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আবেদিন কাদের এর— “পেশা হিসেবে সমাজকর্ম কতটা যৌক্তিক”?—উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মূল্যবোধ হলো একটি মানদণ্ড, যা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

**খ** পেশা ও বৃত্তি একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। পেশা ও বৃত্তি উভয়ই জীবিকা অর্জনের পন্থা। অর্থ উপার্জন তাদের মূল লক্ষ্য। পেশা ও বৃত্তি উভয়ই সেবাকাজ।

একজন পেশাজীবী মানুষকে যেমন সেবা দিয়ে থাকেন, তেমনি একজন বৃত্তিজীবীও মানুষকে সেবা দিয়ে থাকেন। পেশা ও বৃত্তি উভয়েরই কাজের প্রকৃতি অনুসারে পরিচিতি হয়। যেমন— আইনজীবী, ডাক্তার, কৃষক, মাঝি ইত্যাদি। সমাজে পেশাজীবীর পাশাপাশি বৃত্তিজীবী ব্যক্তিও বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। যেমন—শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান প্রভৃতি। পেশা ও বৃত্তির জন্য শ্রম অত্যাৱশ্যক। পেশার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম, আর বৃত্তির জন্য শারীরিক শ্রম দিতে হয়। অনেক সময় পেশার জন্য শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় শ্রমই দিতে হয়।

**গ** সমাজকর্ম পেশার কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য এর পেশাগত মূল্যবোধের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি পেশার পেশাগত অনুশীলনে বেশ কিছু মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয়। অন্যান্য পেশার মতো সমাজকর্মেরও কতগুলো পেশাগত মূল্যবোধ রয়েছে। এগুলো সমাজকর্ম পেশা এবং সমাজকর্মীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি সমাজকর্ম পেশার অন্যতম মূল্যবোধ। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা হলে ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। যা ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। এর ফলে ব্যক্তি নিজের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে ওঠে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মূল্যবোধটি ব্যক্তিকে

তার সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে সে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিজের সমস্যাগুলো নিজেই সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা করতে পারে। সবার জন্য সমান সুযোগ এ মূল্যবোধের আলোকে সমাজকর্ম প্রতিটি মানুষের স্বার্থ এবং সুযোগকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সমাজকর্মে সম্পদের সন্যাসহার একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত। কেননা সমাজকর্ম সর্বদাই নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলায় বিশ্বাসী। সমাজকর্ম ব্যক্তির স্বনির্ভরতা অর্জনে বিশ্বাসী। স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে গতিশীল ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজকর্ম ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী কারণ ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ ঘটলে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মর্যাদার স্বীকৃতি ঘটে। তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এর ফলে সে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধগুলোর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

**ঘ** পেশার সকল বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মে বিদ্যমান। এ কারণে আবেদিন কাদেরের সমাজকর্ম পেশাকে পেশা হিসেবে অভিহিত করা যায়।

সমাজকর্ম একটি সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ নির্দেশিত পেশা। প্রতিটি পেশার মতো সমাজকর্মেরও কতগুলো মূল্যবোধ রয়েছে। পেশাগত অনুশীলনের সময় সমাজকর্মীগণ এ সকল মূল্যবোধ যথাযথভাবে মেনে চলেন।

সমাজকর্ম পেশায় রয়েছে বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। এই বিশেষ শিক্ষা অর্জিত হয় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে। এছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। সমাজকর্ম পেশায় রয়েছে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা সমাজকর্মীর ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতাও বৃদ্ধি পায়। সমাজকর্ম পেশায় পেশাগত সংগঠনের উপস্থিতিও বিদ্যমান। এ ধরনের সংগঠন কর্মীদের মাঝে ইতিবাচক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটায়। সমাজকর্ম সমাজের উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমাজকর্মীরা সমাজের উন্নয়ন এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে। সমাজকর্ম ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। সমাজকর্ম একটি উপার্জনক্ষম পেশা। সমাজকর্মীরা তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ঘটিয়ে এ পেশাকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। পাশাপাশি তারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থনৈতিক কার্যাবলি হিসেবে সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করেছে।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পেশার বৈশিষ্ট্যসমূহ সমাজকর্মে বিদ্যমান। এ সকল বৈশিষ্ট্যই সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

**প্রশ্ন ১৩** বুনা ইসলাম একজন পেশাদার সমাজকর্মী। স্বামী পরিত্যক্ত রোশনি সাহায্যের জন্য তার প্রতিষ্ঠানে আসলে তিনি তাকে মর্যাদার সাথে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি রোশনির সমস্যার সমাধানে তাকে একটি হাঁস মুরগির খামার করে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু রোশনি তাকে জানায় যে, সে সেলাই-এর কাজ ভালো জানে। তাই তাকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দিলে বেশি ভালো হবে। বুনা ইসলাম তার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে তাকে একটি সেলাই মেশিন কিনে দেন।

[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর। প্রশ্ন নং ৪]

- ক. মূল্যবোধের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. পেশা বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে বুনা ইসলামের কাজে সমাজকর্মের কোন কোন মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত মূল্যবোধগুলো সমাজকর্ম পেশার সামগ্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে কি? বিশ্লেষণ কর। ৪



ক. মূল্যবোধের ইংরেজি প্রতিশব্দ Values।

খ. পেশার আভিধানিক অর্থ জীবিকা বা জীবনধারণের বিশেষ উপায়।

মানবজ্ঞানের কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখায় উচ্চমানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন করে, সে জ্ঞানকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জীবনধারণের উপায় হিসেবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকে এককথায় পেশা বলা হয়।

গ. উদ্দীপকে উপস্থাপিত সমাজকর্ম মূল্যবোধসমূহ হলো— ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা।

প্রতিটি পেশার অনুশীলনে কতিপয় মূল্যবোধ অনুসৃত হয়ে থাকে। সমাজকর্ম পেশার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু মূল্যবোধ অনুসৃত হয়, যা সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাফল্য আনে। সমাজকর্মী বুনা ইসলামও এসব মূল্যবোধ অনুসরণের ফলে রোশনির সমস্যা সমাধানে সফল হয়েছেন।

সমাজকর্মী বুনা ইসলাম রোশনির সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথমেই সাহায্যার্থী হিসেবে তাকে মর্যাদাবান চিন্তা করেছেন এবং আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছেন। এটি ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্যের স্বীকৃতি মূল্যবোধ নামে পরিচিতি। ব্যক্তির অগ্নিনিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করা হলে তার সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয় এবং তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে। তাই সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্ম এ মূল্যবোধটি অনুসরণ করে। এছাড়া রোশনির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপরও গুরুত্ব প্রদান করেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ব্যক্তিকে তার স্বকীয়তা ও যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে এ মূল্যবোধের অনুসরণ আবশ্যিক।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উল্লিখিত মূল্যবোধ অনুসরণের মাধ্যমেই সমাজকর্মী বুনা ইসলাম রোশনির সমস্যা সমাধানে সক্ষম ও সফল হয়েছেন।

ঘ. সমাজকর্ম মূল্যবোধসমূহের মাত্র তিনটি দিক উদ্দীপকে স্থান পাওয়ায় এটি সমাজকর্ম মূল্যবোধসমূহের সামগ্রিকতা ধারণে ব্যর্থ হয়েছে।

সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী পেশা। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নে সাহায্য করাই এর কাজ। সমাজকর্ম অনুশীলনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেশ-কাল নিরপেক্ষতা ভেদে এর কিছু স্বতন্ত্র মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। উদ্দীপকে সমাজকর্মী বুনা ইসলামের কাজে উক্ত মূল্যবোধসমূহের তিনটি দিকের প্রতিফলন দেখা যায়।

সমাজকর্মী বুনা ইসলাম রোশনির সমস্যা সমাধানে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা— এই তিনটি মূল্যবোধ পরিপূর্ণভাবে অনুশীলন করেছেন। শুধু এ তিনটিই সমাজকর্মের মূল্যবোধ নয়। সমাজকর্মের আরও অনেক মূল্যবোধ রয়েছে। যেগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করলে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সাফল্য লাভ করে। এসব মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে— সকলকে সমান সুযোগ দান। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বশ্রেণির মানুষকে সাহায্য গ্রহণের সমান সুযোগ প্রদান করা। তাছাড়া সাহায্যার্থীকে স্বনির্ভর করে তোলার মানসিকতা নিয়ে সমাজকর্মী সাহায্য করবেন। ব্যক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তাকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলাই হবে সমাজকর্মীর প্রধান কাজ। সমাজকর্মের অন্য একটি মূল্যবোধ হচ্ছে সম্পদের সন্মত ব্যবহার করা, অর্থাৎ সাহায্যার্থীর বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সমাজকর্মী সর্বদাই সাহায্যার্থীকে গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। তাহলে সাহায্যার্থী তার সব ধরনের তথ্য প্রকাশ করতে ভরসা পাবেন।

সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব সৃষ্টি করে কাজ করবেন। পারস্পরিক দায়িত্ববোধ সমাজের উদ্দেশ্য অর্জনকে সফল করে তোলে।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা সমাজকর্মের অপর একটি মূল্যবোধ। এটি না থাকলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। সর্বোপরি একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সেবা প্রদান করবেন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মের উল্লিখিত মূল্যবোধসমূহের কোনো ইঙ্গিত নেই। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি সমাজকর্মের সামগ্রিক মূল্যবোধ ধারণ করতে সক্ষম হয়নি।

প্রশ্ন ১৪ আকরাম সাহেব শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন দশ বছর ধরে। তিনি বাংলা বিভাগের প্রভাষক। বাংলা বিষয়ে তার বেশ দখল আছে। তাই যারা নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত হন তারা যে কোনো বিষয়ে তার কাছে সহযোগিতা পেয়ে থাকেন এবং তিনি তাদেরকে যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

(স্বপ্নদী মহিলা কলেজ, গাবনা। এর নং ৭/

ক. পেশা কী? ১

খ. পেশা বলতে কী বোঝ? ২

গ. শিক্ষকতাকে আকরাম সাহেবের পেশা বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আকরাম সাহেবের কর্মকাণ্ডে কোন সংজ্ঞার প্রতিফলন ঘটেছে? যুক্তিসহ উত্তর বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পেশা হলো বিশেষ কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈপুণ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা।

খ. পেশার আভিধানিক অর্থ জীবিকা বা জীবনধারণের বিশেষ উপায়।

মানবজ্ঞানের কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখায় উচ্চমানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন করে, সেই জ্ঞানকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জীবনধারণের উপায় হিসেবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকে এক কথায় পেশা বলা হয়।

গ. পেশার বৈশিষ্ট্যসমূহ আকরাম সাহেবের শিক্ষকতায় বিদ্যমান থাকায় একে পেশা বলা হয়েছে।

পেশা হলো জীবিকা নির্বাহের একটি বিশেষ পন্থা, যার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে যথাযথ দক্ষতা, নৈপুণ্য ও কৌশলের মাধ্যমে তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়। পেশা সাধারণত জনকল্যাণমুখী হয়ে থাকে। পেশার জন্য সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও সামাজিক স্বীকৃতি বিদ্যমান। জীবিকা নির্বাহের কার্যাবলিতে পরিপূর্ণ পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে রাষ্ট্র বা সমাজের স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়।

উদ্দীপকে আকরাম সাহেব বাংলা বিভাগের একজন প্রভাষক। প্রভাষক হওয়ার জন্য তাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে হয়েছে। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তাকে সুনির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধ মেনে চলতে হয়। আকরাম সাহেবের শিক্ষকতা পেশার সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দান করে তিনি তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদানের মাধ্যমে তিনি সমাজের কল্যাণ সাধন করেন। তাছাড়া এ কাজের মাধ্যমে তিনি অর্থ উপার্জন করেন। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে আকরাম সাহেবের শিক্ষকতাকে পেশা বলা যায়।

ঘ. আকরাম সাহেবের কর্মকাণ্ডে এ ই বেনের পেশার সংজ্ঞার প্রতিফলন ঘটেছে।

পেশা হচ্ছে জীবিকা অর্জনের বিশেষ উপায়। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন এর মূল দিক। প্রতিটি পেশারই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে আলাদা করে।

আকরাম সাহেব বাংলা বিভাগের একজন প্রভাষক। বাংলা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে তিনি এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন। এই দক্ষতার আলোকেই তিনি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দান করেন। আকরাম সাহেব তার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিয়ে থাকেন। এই



উপদেশ তাদেরকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরও প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেন। তিনি তার সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এই নির্দেশনা তাদেরকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে। আকরাম সাহেব শিক্ষার্থীদের পরিচালনার দায়িত্বও পালন করেন। তাদের পড়াশোনা, দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করা, আদর্শ, মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে পরিচালিত করেন। এছাড়া শিক্ষকতা আকরাম সাহেবের জীবিকা অর্জনের উপায়।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, এ ই বেন পেশার সংজ্ঞায় যে সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, আকরাম সাহেবের কর্মকাণ্ডে সেগুলোর প্রতিফলন পাওয়া যায়।

**প্রশ্ন ১৫** মালেক মিয়া কাঁচামালের ব্যবসায়ী। বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি ও ফলমূল বিক্রি করে সে অনেক কষ্টে সংসার চালায়। তার একমাত্র ছেলে নবম শ্রেণির ছাত্র। মালেক মিয়া স্বপ্ন দেখে তার ছেলে শিক্ষিত হয়ে একদিন ডাক্তার হবে। অনেক টাকা রোজগার করবে। তাহলে তার সংসারে আর কোন অভাব থাকবে না।

*দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪/*

- ক. বৃত্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. পেশার দুইটি বৈশিষ্ট্য লেখ। ২
- গ. মালেক মিয়ার কাজটি বৃত্তি নাকি পেশা তা বুঝিয়ে লেখ। ৩
- ঘ. মালেক মিয়ার ছেলে ভবিষ্যৎ-এ ডাক্তার হলে মালেক মিয়ার কাজের সাথে তার পার্থক্য বৃত্তি ও পেশার পার্থক্যের সাথে কীরূপে সাদৃশ্যপূর্ণ তা দেখাও। ৪

#### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** বৃত্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ Occupation.

**খ.** পেশার দুইটি বৈশিষ্ট্য হলো পেশাগত প্রতিষ্ঠান ও জবাবদিহিতা। পেশার সামগ্রিক উন্নয়ন ও কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক পেশারই পেশাগত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন- উকিলদের বার কাউন্সিল। পেশার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা আবশ্যিক। পেশার ব্যক্তিকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

**গ.** মালেক মিয়ার কাজটি বৃত্তি।

জীবিকা নির্বাহের জন্য সাধারণত মানুষকে কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। এসব কাজকে বৃত্তি ও পেশা এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণত যেকোনো জীবিকা অর্জনের উপায়ই বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ বৃত্তি হলো জীবনধারণের জন্য করতে হয় এমন যেকোনো ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

উদ্দীপকে মালেক মিয়া কাঁচামালের ব্যবসায়ী। বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ও ফলমূল বিক্রি করে সে অনেক কষ্টে সংসার চালায়। তার এ কাজটি বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসার মাধ্যমে সে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু এর জন্য তাকে কোনো প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে হয়নি। তাকে তার কাজের জন্য বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন করতে হয়নি। এ কাজের জন্য তাকে বিশেষ কোনো মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলতে হয় না। সে স্বাধীনভাবে তার ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। এক্ষেত্রে তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। এ সকল বৈশিষ্ট্যের আলোকে মালেক মিয়ার কাজকে বৃত্তি বলা যায়।

**ঘ.** ডাক্তারি পেশা এবং কাঁচামাল ব্যবসা উভয়ই জীবিকা নির্বাহের উপায় হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

বৃত্তি মূলত জীবনধারণের জন্য যেকোনো রকমের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। আর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনই পেশার মূল দিক। প্রতিটি পেশারই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে আলাদা সত্তা দান করে।

মালেক মিয়ার ছেলে ভবিষ্যতে ডাক্তার হলে সেটি তার পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে। আর মালেক মিয়ার কাজ বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। তাদের দু'জনের কাজের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। প্রতিটি পেশার ক্ষেত্রে নিজস্ব সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। বৃত্তির জন্য কোনো কোনো বিশেষ জ্ঞানার্জনের আবশ্যিকতা নেই। পেশাদার ব্যক্তিকে তার পেশাগত কাজ সম্পর্কে বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। কিন্তু বৃত্তির জন্য দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। প্রতিটি পেশারই স্বতন্ত্র কতকগুলো মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড থাকে। বৃত্তির ক্ষেত্রে তেমন কোনো মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ডের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া প্রতিটি পেশারই পেশাগত প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। এক্ষেত্রে বৃত্তির জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নেই। পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনগণ ও সমাজের স্বীকৃতি। বৃত্তির ক্ষেত্রে এরূপ স্বীকৃতি প্রয়োজন হয় না।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পেশা ও বৃত্তি উল্লিখিত পার্থক্য মালেক মিয়ার বৃত্তি ও তার ছেলের ডাক্তারি পেশার ক্ষেত্রে দেখা যাবে।

**প্রশ্ন ১৬** ডা. আব্দুর রহমান সমাজকর্মীদের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দানকালে বলেন, সমাজে বসবাস করতে হলে মানুষ যেমন কিছু অধিকার ভোগ করে, তেমনি তাকে কিছু দায়িত্বও পালন করতে হয়। দায়িত্ব পালন ছাড়া অধিকার ভোগ করা যায় না। তিনি আরও বলেন, সমাজকর্মীদের কতগুলো বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হয়; যেমন-সমানানুভূতি, অকপটতা, সম্মানবোধ, আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা ইত্যাদি। এসব গুণ ছাড়াও সেবা গ্রহীতাদের আস্থা অর্জন সম্ভব নয়। *দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৩/*

ক. সমাজকর্মীদের জন্য ব্যবহারিক নীতিমালা প্রবর্তন করে কোন প্রতিষ্ঠান? ১

খ. ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ডা. আব্দুর রহমানের বক্তৃতায় সমাজকর্মের মূল্যবোধের যে দিকটি প্রকাশ পেয়ে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. একজন সমাজকর্মী উদ্দীপকে আলোচিত বিশেষ গুণগুলোর অধিকারী না হলে সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জন সম্ভব নয়। এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

#### ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** সমাজকর্মীদের জন্য ব্যবহারিক নীতিমালা প্রবর্তন করে NASW।

**খ.** ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করা, চলাফেরা বা মতামত প্রদর্শন করার অধিকার হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা।

প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যার মধ্যে উত্তরাধিকার, প্রজ্ঞা, শক্তি, আবেগ, অনুভূতি, স্মৃতি, চিত্তাশক্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একেকজন ব্যক্তির ইচ্ছা ও পছন্দ ভিন্ন রকমের। ফলে তাদের ব্যক্তিত্বও ভিন্ন ধরনের। সমাজের সদস্য হিসেবে একে অপরের এ ধরনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও কার্যাবলির ওপর হস্তক্ষেপ না করে স্ব-ইচ্ছানুসারে কাজ করাকেই সাধারণত ব্যক্তি স্বাধীনতা বলা হয়ে থাকে।

**গ.** ডা. আব্দুর রহমানের বক্তৃতায় সমাজকর্মের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সকলের জন্য সমান সুযোগ দান, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা মূল্যবোধগুলো প্রকাশ পেয়েছে।

সমাজকর্ম মূল্যবোধকে সমাজকর্মের পথ নির্দেশিকা বলা হয়। সমাজকর্ম পদ্ধতি অনুশীলনের ক্ষেত্রে এ মূল্যবোধগুলো সমাজকর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও কার্যাবলির নিয়ন্ত্রণ করে।

উদ্দীপকে ডা. আব্দুর রহমান সমাজকর্মীদের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন। তার বক্তৃতায় সমাজকর্মের কতগুলো মূল্যবোধ ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, সমাজে বসবাস করতে হলে মানুষ অধিকার ভোগের পাশাপাশি কিছু দায়িত্বও পালন করতে হয়। এর মাধ্যমে সমাজকর্মের সামাজিক দায়িত্ববোধ মূল্যবোধটির প্রকাশ ঘটেছে। সমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হতে হয়। সমাজকর্ম



মানুষকে সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এছাড়া তিনি তার বক্তৃতায় সমাজকর্মীকে সবার জন্য-সমান সুযোগ দানের অধিকারী হতে বলেন। এ মূল্যবোধের আলোকে সমাজকর্ম প্রতিটি মানুষের স্বার্থ এবং সুযোগকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ব্যক্তিকে সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। ডা. আব্দুর রহমানের বক্তব্যে সমাজকর্মের এ মূল্যবোধটিও ফুটে উঠেছে। এছাড়া তিনি সমাজকর্মীকে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল হতে বলেন। এ মূল্যবোধের অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজকর্মী এবং সাহায্যার্থীর মধ্যেও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়; যা সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

**৭** সমাজকর্মী উদ্দীপকে আলোচিত বিশেষ গুণগুলো অর্থাৎ সমাজকর্ম মূল্যবোধের অধিকারী না হলে সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জন করতে পারবে না – এ বিষয়টির সাথে আমি একমত।

সমাজকর্ম মূল্যবোধগুলো সমাজকর্ম পেশা ও সমাজকর্মীদের আচরণ-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। পেশাদার সমাজকর্মীরা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধানে মূল্যবোধগুলো অনুসরণ করে। এগুলোর যথাযথ অনুশীলনের ওপরই সমাজকর্ম পেশার সফলতা নির্ভর করে।

সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধগুলো অনুসরণ করা সমাজকর্মীদের জন্য অত্যাবশ্যক। এ সকল মূল্যবোধ একদিকে যেমন পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে সমাজকর্মীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি সাহায্যার্থীর প্রতি সমাজকর্মীরা নৈতিক দায়িত্বকেও নির্ধারণ করে দেয়। পেশাগত মানোন্নয়নে সমাজকর্মীকে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে এই মূল্যবোধ সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়। সেই সাথে পেশাগত সততা ও গুণাবলি অক্ষুণ্ণ রেখে দায়িত্ব পালনে সমাজকর্মীকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করে। সমাজকর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে সাহায্যার্থীর স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণে ব্যক্তিগত তথ্যাবলির গোপনীয়তা রক্ষা করার ক্ষেত্রে এই মূল্যবোধগুলো তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা ব্যক্তি যদি সমাজকর্মীর কাছে তার সমস্যার কথা বলতে না পারে বা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, তাহলে সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কখনোই সফল হবে না। তাই সমাজকর্মীকে অবশ্যই সাহায্যার্থীর প্রতি শ্রদ্ধা, সৌজন্য, সততা ও বিশ্বস্ততা বজায় রেখে বন্ধুসুলভ আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। পাশাপাশি সমাজকর্মীকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে পর্যাণ্ড সেবাদানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এসব ক্ষেত্রে পেশাগত মূল্যবোধগুলো সমাজকর্মী বা সমাজকর্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্মের মূল্যবোধগুলো সমাজকর্মীকে পেশাগত দায়িত্ব পালনে দক্ষ করে তোলে।

**প্রঃ ১৭** বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে ইমরান আত্মকর্মসংস্থানে প্রবৃত্ত হয়েছে। তার পিতা-মাতার ইচ্ছা সে সরকারি চাকরির চেষ্টা করুক। কিন্তু ইমরান পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী। সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। পাশাপাশি অন্য বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখার স্বপ্ন দেখে।

*[কুমিল্লা ডিষ্ট্রিক্টের সরকারি কলেজ] প্রশ্ন নং ৪/*

- ক. Rapport-এর অর্থ কী? ১
- খ. সমাজকর্ম পেশার জন্য পেশাগত সংগঠন প্রয়োজন কেন? ২
- গ. ইমরানের প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ইমরানের ইচ্ছা ও পিতা-মাতার ইচ্ছা দুটোর মধ্যে সমাজকর্মের আত্মনির্ভরশীলতার নীতি প্রাধান্য পেয়েছে – বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** Rapport-এর অর্থ পেশাগত সম্পর্ক।

**খ.** সমাজকর্ম পেশার জন্য পেশাগত সংগঠন অপরিহার্য।

সংশ্লিষ্ট পেশার শিক্ষাগত ও দক্ষতাভিত্তিক গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ, নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণ ও পরিচালনা এবং পেশাদার ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ ও

পরিচালনা এবং পেশার সমন্বয়যোগ্য উন্নয়ন ও পরিবর্তন সাধনে পেশাগত সংগঠনের কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের লাইসেন্স প্রদান, রেজিস্ট্রেশন, পারিশ্রমিক নির্ধারণ এবং স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্বও পেশাদার সংগঠন পালন করে থাকে।

**গ.** উদ্দীপকে ইমরানের প্রেক্ষিতে সমাজকর্মের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, স্বনির্ভরতা অর্জন, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ মূল্যবোধগুলো ফুটে উঠেছে। প্রত্যেক পেশারই নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ রয়েছে, যা পেশার মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। সমাজকর্ম পেশারও নিজস্ব কতগুলো মূল্যবোধ রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ইমরান বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছে। সে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তার এ ধারণায় সমাজকর্মের স্বনির্ভরতা অর্জন মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে। কারণ সমাজকর্ম মানুষকে আত্মনির্ভর হতে উদ্বুদ্ধ করে। ইমরানের বাবা-মা তাকে সরকারি চাকরির চেষ্টা করতে বলেন। কিন্তু সে নিজের চেষ্টায় আত্ম কর্মসংস্থানমূলক কাজ করতে চায়। তার এ মনোভাবে সমাজকর্মের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মূল্যবোধটি ফুটে উঠেছে।

ব্যক্তির পছন্দ, চাহিদা, সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ইমরান নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সমাজের বেকারদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করতে চায়। এর মাধ্যমে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ববোধ ফুটে উঠেছে। আধুনিক সমাজকর্মও সামাজিক দায়িত্ববোধ মূল্যবোধটি অনুসরণ করে। সমাজকর্ম মানুষকে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব পালনে সচেতন করে তোলে। তাই বলা যায়, ইমরানের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সমাজকর্ম মূল্যবোধগুলোর প্রতিফলন ঘটেছে।

**ঘ.** ইমরান এবং তার পিতামাতার ইচ্ছা দুটোর মধ্যে সমাজকর্মের আত্মনির্ভরশীলতার নীতি প্রাধান্য পেয়েছে – বক্তব্যটি যথার্থ।

আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ হলো নিজের উপর নির্ভর করা। অন্যের সাহায্য ও দয়ার জন্য অপেক্ষা না করে, নিজের যোগ্যতা এবং বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়াই আত্মনির্ভরশীলতার মূল কথা। সমাজকর্ম বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদ এবং সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা সম্ভব। আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে গতিশীল ভূমিকা রাখতে পারে। অন্যের দান, অনুগ্রহ ও কবুণার মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ হয় না। ফলে ব্যক্তির সৃজনশীলতা ও উন্নয়ন বাধা প্রাপ্ত হয়। ব্যক্তি যখন নিজের প্রচেষ্টায় স্বীয় বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সচিবহারের মাধ্যমে নিজের উন্নয়নে নিজেকে নিবেদিত করে কেবল তখনই আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ফলপ্রসূ হয়।

উদ্দীপকে ইমরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পর আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়। তার পিতা-মাতার ইচ্ছা সে সরকারি চাকরির চেষ্টা করুক। তাদের এই ইচ্ছার মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতার নীতি প্রকাশ পেয়েছে। কারণ চাকরির মাধ্যমে ইমরান তাকে অন্যের দান বা অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করতে হবে না। এটিই আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ইমরান তার পিতা-মাতার ইচ্ছা অনুযায়ী সরকারি চাকরির চেষ্টা করতে চায় না। সে নিজের চেষ্টায় নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে চায়। তার এই ইচ্ছার মাধ্যমেও আত্মনির্ভরশীলতার নীতি ফুটে উঠেছে। কারণ নিজের যোগ্যতা ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই আত্মনির্ভরশীলতা।

আলোচনা শেষে বলা যায়, ইমরান এবং তার পিতা-মাতার ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের মনোভাবে আত্মনির্ভরশীলতার নীতি প্রকাশিত হয়েছে।



**প্রশ্ন ১৮** ফয়সাল একজন মুদি দোকানদার। তার ছেলেবেলার বন্ধু শামীম। শামীম ভিক্টোরিয়া কলেজ হতে মাস্টার্স সম্পন্ন করে একজন কলেজ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছে।

[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ] এর নং ৩/

- ক. 'বৃত্তি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্দীপকের ফয়সাল এবং শামীম এদের কার কর্মটি পেশা? ৩  
ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. সকল পেশাই বৃত্তি, কিন্তু সকল বৃত্তিই পেশা নয় —বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** 'বৃত্তি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Occupation।

**খ.** সৃজনশীল ৪নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ.** উদ্দীপকে শামীমের কর্মটি পেশা।

বৃত্তি মূলত জীবনধারণের জন্য যেকোনো রকমের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। আর বৃত্তিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনই পেশার মূল দিক। প্রতিটি পেশারই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে আলাদা করে।

উদ্দীপকের ফয়সাল একজন মুদি দোকানদার। এর মাধ্যমে সে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু এ কাজের জন্য তাকে কোন প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়নি। তার কাজের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড নেই। তাকে তার কাজের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তার কাজের জন্য সামাজিক স্বীকৃতিরও প্রয়োজন হয় না। এসকল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ফয়সালের জীবিকা অর্জনের পন্থতিকে বৃত্তি বলা যায়। ফয়সালের বন্ধু শামীম ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে সে একটি কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে। তার এ কাজটি পেশার অন্তর্ভুক্ত। কারণ শিক্ষক হওয়ার জন্য তাকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। শিক্ষকতার জন্য তাকে সুনির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলতে হয়। তাকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। এছাড়া তাকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। এসকল বৈশিষ্ট্যসমূহ পেশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, শামীমের শিক্ষকতা পেশার অন্তর্ভুক্ত।

**ঘ.** সকল পেশাই বৃত্তি, কিন্তু সকল বৃত্তিই পেশা নয় —এ বক্তব্যটি যথার্থ। জীবিকা নির্বাহের জন্য সাধারণত মানুষকে কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। এসব কাজকে বৃত্তি ও পেশাই এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণত জীবিকা অর্জনের যে কোনো উপায়ই বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পেশার জন্য বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

মানব জ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট একটি শাখায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন করে সে জ্ঞানকে জীবনধারণের উপায় হিসেবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করাকে পেশা বলে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে এরূপ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। পেশাদার ব্যক্তিকে তার পেশাগত কাজ সম্পর্কে বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। পেশাদার কর্মীদের আচার-আচরণ এবং কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বতন্ত্র কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড থাকে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে তেমন কোনো মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ডের প্রয়োজন হয় না। পেশার সামগ্রিক উন্নয়ন এবং স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেকটি পেশারই পেশাগত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বৃত্তির জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক নয়। কোনো কাজ কল্যাণমূলক ও দক্ষতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক স্বীকৃতি ব্যতীত পেশা মর্যাদা নাও পেতে পারে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে কোনো সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না। উদ্দীপকে ফয়সাল মুদিদোকান চালিয়ে অর্থ উপার্জন করে। আর শামীম শিক্ষকতার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ফয়সালের কাজ বৃত্তি এবং শামীমের কাজ পেশার অন্তর্ভুক্ত। পেশা ও

বৃত্তির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকলেও পেশা নিঃসন্দেহে একটি বৃত্তি। কিন্তু সব বৃত্তিকে পেশা বলা যায় না। কারণ পেশার জন্য সুনির্দিষ্ট কতগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রস্তোত্ত বক্তব্যটি সঠিক।

**প্রশ্ন ১৯** আবেদ গণি ও সিদ্দিক দুই ভাই। আবেদ গণি বুয়েট থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে ঢাকার একটি ফার্মে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরি করেন। অপর দিকে সিদ্দিক অশিক্ষিত। তার কোনো বাস্তব জ্ঞান না থাকায় সে মৌসুমি কাজ করে সংসার চালায়। [দক্ষিণুর সরকারি কলেজ] এর নং ৪/

- ক. পেশা বলতে কী বোঝ? ১
- খ. পেশার সাথে বৃত্তির মূল পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সিদ্দিক-এর কাজটি কোন ধরনের ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আবেদ গণির কাজটি কোন ধরনের? আমাদের দেশে আবেদ গণি সাহেবের কাজের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা কর। ৪

#### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** পেশা বলতে বিশেষ কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করাকে বুঝায়।

**খ.** পেশা ও বৃত্তির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

পেশার সাথে বৃত্তির মূল পার্থক্য হলো পেশার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি তার মেধা, দক্ষতা, নৈপুণ্য ও তত্ত্বনির্ভর জ্ঞান ও মূল্যবোধের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। কায়িক শ্রম আর কাজে দক্ষতা থাকলেই যে কোনো ব্যক্তি যেকোনো বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে।

**গ.** উদ্দীপকে বর্ণিত সিদ্দিকের কাজকে বৃত্তি বলা হয়।

বৃত্তি বলতে সাধারণত জীবনধারণের সাধারণ উপায় বা অবলম্বনকে বোঝানো হয়। মানুষ তার জীবনধারণের জন্য যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে, তাকে বৃত্তি বলা হয়। জীবনধারণের জন্য সকল কর্মই বৃত্তি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট জ্ঞান, বিশেষ প্রশিক্ষণ বা পেশাগত নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। প্রতিদিনের চলমান কাজই হলো বৃত্তি। যেমন— কুলি মজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দিনমজুর, রিকশাচালক প্রভৃতি। যে কোনো ব্যক্তি যেকোনো সময় বৃত্তি পরিবর্তন করে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে।

উদ্দীপকের সিদ্দিক একজন অশিক্ষিত যুবক। কোনো বিষয়ে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান না থাকার কারণে সে মৌসুমি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ সে যখন যে কাজ পায় তার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করে। তার কাজের জন্য কোনো জ্ঞান, দক্ষতা বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। তাই তার কাজটিকে বৃত্তি বলাই যৌক্তিক।

**ঘ.** উদ্দীপকে বর্ণিত আবেদ গণির কাজটিকে পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

পেশা বলতে একটি কারিগরি ধারণা, শিক্ষা, দক্ষতা, মেধা এবং কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নৈপুণ্য ও বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ক্রিয়াকলাপকে বোঝায়। প্রতিটি পেশা কতকগুলো মূল্যবান নীতিমালা ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়, যা আবেদ গণির কাজের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আবেদ গণি বুয়েট থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে ঢাকার একটি ফার্মে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছে। আবেদ গণির কাজটি করতে তাকে সুনির্দিষ্ট একটি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে, বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে এবং তিনি কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নীতিমালা এবং মূল্যবোধের আলোকে কাজ করছেন। সুতরাং তার কাজটি পেশা। বাংলাদেশে যেসব কাজকে পেশা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট জ্ঞান, বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হয়। মূল্যবোধ ছাড়া কোনো পেশাই পরিচালিত হয় না। তাই আবেদ গণির কাজটিও এর ব্যতিক্রম নয়। পেশার মানদণ্ডের ভিত্তিতেই এ কাজটি করা হচ্ছে এবং পেশা হিসেবে বর্তমান বাংলাদেশে



এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে প্রাইভেট ফার্মের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই ইঞ্জিনিয়ারদের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান অর্জন করে এ কাজে নিজেদের দক্ষ করে তোলার মাধ্যমে যে কেউ এই সেটরে পেশাগত সাফল্য অর্জন করতে পারবে বলে আমি মনে করি। সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে আবেদন গণির মতো ইঞ্জিনিয়ারদের কাজের শতভাগ যৌক্তিকতা রয়েছে।

**প্রশ্ন ২০** জাফর সাহেব একজন নামকরা ব্যবসায়ী। বছরের বেশির ভাগ সময় তিনি বিদেশে থাকেন। স্ত্রী শারমিন রাত-দিন পাটি ক্লাব নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে একমাত্র ছেলে রুহান খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে জাফর সাহেব তা বুঝতে পেরে রুহানকে একটি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করে দেয়। কেন্দ্রে কর্মী লাভণ্য রুহানকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে ও তার মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনে।

[জাকিন্মেন্ট কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ৪]

ক. পেশা হলো অন্যকে নির্দেশনা, পরিচালনা ও উপদেশ প্রদানের এমন এক জীবিকা যার জন্য বিশেষ জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন- উক্তিটি কার। ১

খ. পেশাগত মূল্যবোধ কী? ২

গ. উদ্দীপকের কর্মী লাভণ্য সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধটি অনুসরণ করেছেন? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রুহানকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে লাভণ্যকে আরো কিছু মূল্যবোধ অনুসরণ করতে হয়েছে— তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? সুচিহ্নিত মতামত দাও। ৪

#### ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'পেশা হলো অন্যকে নির্দেশনা, পরিচালনা ও উপদেশ প্রদানের এমন এক জীবিকা যার জন্য বিশেষ জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন' উক্তিটি — এ ই বেন এর।

**খ** সৃজনশীল ১০নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** উদ্দীপকের কর্মী লাভণ্য সমাজকর্মের ব্যক্তির মূল্যবোধ ও গ্রহণ নীতি অনুসরণ করেছে।

প্রতিটি মানুষের সামাজিক মূল্য ও মর্যাদাবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজে বসবাসরত প্রতিটি ব্যক্তি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাছাড়া ব্যক্তিও চায় যেন সমাজ বা সে যে পরিবেশে বাস করে সেখানে তার যথার্থ মূল্যায়ন করা হোক। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং সমাজের সকল রকম গঠনমূলক কাজে সে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। এতে ব্যক্তির নিজস্ব সমস্যার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাও দূর হয়। এ মূল্যবোধ ব্যক্তিকে অধিকতর সক্ষম ও কর্মমুখী করে তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করে থাকে। সমাজকর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো গ্রহণ নীতি। সমাজকর্মী সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি বা সাহায্যাধীকে কীভাবে গ্রহণ করে তার ওপর সমস্যার সমাধান অনেকাংশে নির্ভর করে। কারণ আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সাথে সাহায্যাধীকে গ্রহণ না করলে সমাজকর্মের প্রতি তার বিরূপ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হতে পারে। ফলে সাহায্যাধী কখনও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করবে না এবং সেবা গ্রহণে উৎসাহিত হবে না। এমনকি সাহায্যাধী নিজেও সহযোগিতা করবে না। তাই সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি বা সাহায্যাধী যে স্তর বা শ্রেণিরই হোক না কেন তাকে আন্তরিকতা, আগ্রহ ও মর্যাদার সাথে গ্রহণ করতে হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাদকাসক্ত রুহানকে তার বাবা একটি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি করে দেন। কেন্দ্রের কর্মী লাভণ্য আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করে ও তার মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনে। এখানে কর্মী লাভণ্য সমাজকর্মের গ্রহণনীতি এবং ব্যক্তির মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়েছে। যার ফলে রুহান তাকে তথ্য দিয়ে

লাভণ্যকে সহযোগিতা করেছে। এর ফলে লাভণ্য রুহানকে তার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত করতে সক্ষম হয়েছে। সেই সাথে রুহান মাদকত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। তাই বলা যায় লাভণ্য সমাজকর্মের ব্যক্তির মূল্যবোধ এবং গ্রহণ নীতি অনুসরণ করেছে।

**ঘ** উদ্দীপকের রুহানকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে লাভণ্যকে আরো কিছু মূল্যবোধ অনুসরণ করতে হয়েছে— বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি।

সমাজকর্মের উল্লিখিত মূল্যবোধ ছাড়াও সমাজকর্মীদের অন্যান্য মূল্যবোধও অনুসরণ করতে হয়। সমান সুযোগের অধিকার অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, উচ্চ-নিচু ভেদে সমাজকর্মী সাহায্যাধীদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ সৃষ্টি করবেন না। কাউকে বেশি বা কম সুবিধা দেবেন না। অর্থাৎ সমাজকর্মী একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি করবেন। এছাড়া সমাজকর্মী সব সময় সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতি খেয়াল রাখবেন। সমাজকর্মী যেমন নিজে দায়িত্ব পালন করবেন, তেমনিই সাহায্যাধীদের মধ্যেও দায়িত্ববোধের জন্ম দেবেন।

ব্যক্তির কর্মক্ষমতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সমাজকর্মী কাজ করবেন। ব্যক্তির সুপ্ত বা হারানো ক্ষমতা যাতে পুনরায় জাগ্রত হয় সমাজকর্মী সেভাবে কাজ করবেন। ব্যক্তি যাতে নিজেই নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়, সেদিকে সমাজকর্মী খেয়াল রাখবেন। এছাড়া সমাজকর্মীরা গণতন্ত্রের অনুসারী হবেন। মানুষের ইচ্ছা ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সেবা প্রদান করবেন। সমাজকর্মীরা তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ, যেমন— নৈতিক দায়িত্ব পালন, গোপনীয়তা রক্ষা, সততা, অধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতি মূল্যবোধগুলোর অনুসরণ করবেন। পেশা ও পেশাগত সংগঠনের মূল্যবোধগুলো যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সমাজকর্মীরা সেদিকেও বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন। এভাবে সামগ্রিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সমাজকর্মীরা বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। সমাজকর্ম অনুশীলনে এসব মূল্যবোধ অনুশীলন করা অত্যাাবশ্যিক।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্ম অনুশীলনে এসব মূল্যবোধ অনুশীলন করা অত্যাাবশ্যিক।

**প্রশ্ন ২১** জামিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করার পর ইন্টার্নি শেষ করে ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তাকে মাসিক যে বেতন দেওয়া হয় তা দিয়ে মা-বাবাসহ সবাই ভালো আছেন। কিন্তু জামিলের ছোটবেলার বন্ধু জহির বেশি লেখাপড়া করতে পারেনি। গ্রামে সে মৎস্য খামার করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এ কাজের জন্য তার কেবলমাত্র কিছু ঋণের প্রয়োজন হয়েছে।

[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর। প্রশ্ন নং ৩]

ক. মূল্যবোধ কী? ১

খ. সমাজকর্ম মূল্যবোধের ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে জামিলের কাজটিকে কী বলে? এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জামিল এবং জহিরের কাজ দুটি কীভাবে আলাদা? বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মূল্যবোধ হলো একটি আদর্শ মানদণ্ড যার ভিত্তিতে মানুষের আচার-আচরণের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়।

**খ** সৃজনশীল ১১নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**গ** উদ্দীপকে জামিলের কাজটিকে পেশা বলা যায়।

পেশা হলো জীবিকা নির্বাহের একটি বিশেষ উপায়। পেশার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে যথাযথ দক্ষতা, নৈপুণ্য ও কৌশলের মাধ্যমে তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিটি পেশার স্বতন্ত্র কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড থাকে। যা পেশাদার কর্মীদের আচার-আচরণ, দায়িত্ব এবং কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। পেশার সামগ্রিক উন্নয়ন ও



কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেকটি পেশারই পেশাগত প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। প্রতিটি পেশার ক্ষেত্রে পেশাজীবীর সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কতব্য রয়েছে। যেকোনো পেশা কতগুলো মূল্যবান নীতিমালা ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। পেশার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা আবশ্যিক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পেশার মর্যাদা অর্জনের জন্য অবশ্যই জনগণ ও সমাজের স্বীকৃতি আবশ্যিক।

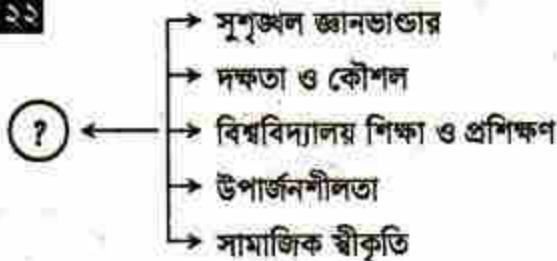
উদ্দীপকে জামিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করার পর ইন্টার্নি শেষ করেছে। বর্তমানে সে ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। এজন্য তাকে বিশেষ তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়েছে। এ কাজের বিনিময়ে মাস শেষে তিনি পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। তাই বলা যায়, জামিলের কাজটি পেশা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জামিলের কাজটি পেশা এবং জহিরের কাজটি বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। এ কাজ দুটি বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে আলাদা।

বৃত্তি বলতে জীবনধারণের জন্য যেকোনো রকমের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। অন্যদিকে বৃদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনই পেশা। প্রতিটি পেশারই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে পৃথক সত্তা দান করে।

উদ্দীপকে জামিল ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজে প্রভাষক পদে কর্মরত। এজন্য তাকে বিশেষ তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়েছে। জামিলের জীবিকা অর্জনের পন্থাটি পেশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। জামিলের ছোটবেলার বন্ধু জহির বেশি পড়ালেখা করতে পারেনি। গ্রামে সে মৎস্য খামার করে জীবিকা নির্বাহ করছে। জহিরের কাজটি বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। কারণ বৃত্তি জীবিকা অর্জনের সেই পন্থা যার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে জামিলকে তার পেশাগত কাজ সম্পর্কে বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু জহিরকে তার কাজের কোনো বিশেষ ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়নি। একজন পেশাদার হিসেবে জামিলকে অবশ্যই তার পেশার মূল্যবোধগুলো মেনে চলতে হয়। কিন্তু জহিরকে তার কাজের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো মূল্যবোধ মেনে চলতে হয় না। জামিলের পেশার সামগ্রিক উন্নয়ন ও কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু জহিরের বৃত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। জামিলের পেশাকে অবশ্যই জনগণ ও সমাজের স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু জহিরের বৃত্তির জন্য এ ধরনের কোনো স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জামিল এবং জহিরের জীবিকা অর্জনের পন্থা সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রঃ ২২



[কালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ] প্রশ্ন নং ৩/

- ক. মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. সমাজকর্ম মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. প্রদত্ত ছকে '?' চিহ্নিত স্থানটি কোন বিষয়কে নির্দেশ করে? ৩  
ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উক্ত বিষয়টির সঙ্গে সমাজকর্মের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. মনোবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ— Psychology।
- খ. সৃজনশীল ১১নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।
- গ. উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানটি পেশাকে নির্দেশ করে।

পেশার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Profession, যা ল্যাটিন শব্দ 'Professio' থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো 'To make a public declaration'। এ দৃষ্টিতে পেশাদার তারাই, যারা নিজেদের নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত বলে দাবি করে এবং সমাজে বিশেষ অবস্থান লাভ করে।

উদ্দীপকে নির্দেশিত নিয়ামকগুলো পেশার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। প্রত্যেক পেশারই একটি সুশৃঙ্খল জ্ঞানভান্ডার বিদ্যমান। এটি পেশাগত তাত্ত্বিক ভিত্তি ও কমানুশীলনে ব্যবহারের উপকরণ। পেশাদার ব্যক্তির শুধু জ্ঞান থাকলে চলে না। প্রশিক্ষণ ও কর্মানুশীলনের মাধ্যমে বিশেষ দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। এক্ষেত্রে পেশার বিকাশকরণে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে। পেশার মূল বিষয় উপার্জনশীলতা, যা পেশাদার ব্যক্তির কর্মের সাথে জড়িত বিষয়। পেশা সমাজকল্যাণের সাথে জড়িত বলে এর সামাজিক স্বীকৃতিও বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। আলোচিত উদ্দীপকের বিষয়গুলো ছাড়াও পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা পেশাগত নৈতিক বিধিমালা, পেশাগত সংগঠন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের আলোকে পেশাকে যথার্থরূপে ব্যাখ্যা করা যায়।

উদ্দীপকে নির্দেশিত পেশা বনাম সমাজকর্ম তথা সমাজকর্ম পেশার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

সাধারণভাবে পেশা হলো জীবনধারণের উপায়। আর সমাজকর্ম শুধু পেশা নয়, এটি কলা ও বিজ্ঞানও। পেশার সুশৃঙ্খল জ্ঞানভান্ডার, বিশেষ দক্ষতা, কৌশল, সামাজিক স্বীকৃতি, নৈতিক বিধিমালা, জনকল্যাণমুখী ও উপার্জনশীলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তেমনি সমাজকর্ম পেশার বিশেষ জ্ঞান, নির্দিষ্ট শিক্ষা কার্যক্রম, জনকল্যাণমুখিতা, মূল্যবোধ, নীতিমালা, সামাজিক স্বীকৃতি থাকলেও পেশা ধারণাটি বৃহৎ কিন্তু সমাজকর্ম এক ধরনের পেশার নাম।

উদ্দীপকের ছকের সুশৃঙ্খল জ্ঞানভান্ডার, দক্ষতা ও কৌশল, সামাজিক স্বীকৃতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলো পেশাকে নির্দেশ করে। পেশা ও সমাজকর্ম পেশার সুশৃঙ্খল জ্ঞানভান্ডার রয়েছে। কিন্তু পেশার জ্ঞানভান্ডার বলতে সামগ্রিক পেশার জ্ঞানকে বোঝায়। সমাজকর্ম পেশার প্রধান বিষয়বস্তু সামাজিক সমস্যা, মানবীয় আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ এবং সমাজকর্ম পন্থতি ও কৌশল। পেশা একটি একক বিষয় নয় কিন্তু সমাজকর্ম পেশা এক ধরনের পেশাকে নির্দেশ করে। কোনো কোনো পেশায় মুনাফাকে বড় করে দেখা হলেও সমাজকর্ম পেশায় মুনাফা মুখ্য নয়। প্রায় প্রত্যেক পেশারই সামাজিক স্বীকৃতি বিদ্যমান। কিন্তু সমাজকর্ম পেশা বাংলাদেশে এখনো স্বীকৃতি হয়নি। পেশা উচ্চমানের বৃত্তি। এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধনই সমাজকর্মের একমাত্র লক্ষ্য।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, পেশা একটি বৃহৎ ধারণা কিন্তু সমাজকর্ম শুধু পেশা নয়, কলা ও বিজ্ঞানের সমন্বয়।

প্রঃ ২৩ অনন্যা রহমান একজন সমাজকর্মী। স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ নারীদের উন্নয়নে তিনি কাজ করেন। তার অন্যতম সেবা গ্রহণকারী স্বামী পরিত্যক্তা আসমা বেগম। আসমা বেগম তার দাম্পত্য জীবনের অনেক গোপন কথা অনন্যা রহমানকে বলেন। অনন্যা রহমান বিষয়টি গোপন রাখেন। আসমা বেগম নিজের চেঁচায় একটি হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন। এ কাজটি অনন্যা রহমান অত্যন্ত শ্রম্ভার চোখে দেখেন।

[কালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ] প্রশ্ন নং ৭/

- ক. বৃত্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১
- খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. আসমা বেগমের সাথে কাজ করতে অনন্যা রহমান কী কী মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. একজন সমাজকর্মী হিসেবে অনন্যা রহমানের আর কী কী মূল্যবোধ থাকা উচিত? ৪



ক. বৃত্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ— Occupation।

খ. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে ব্যক্তির স্বকীয়তা বজায় রেখে যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগকে বোঝায়।

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ একটি মূল্যবোধ। ব্যক্তির পছন্দ, চাহিদা, সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ অধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ অধিকার ব্যক্তির আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

গ. উদ্দীপকে উপস্থাপিত সমাজকর্ম মূল্যবোধসমূহ হলো— ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা।

প্রতিটি পেশার অনুশীলনে কতিপয় মূল্যবোধ অনুসৃত হয়ে থাকে। সমাজকর্ম পেশার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু মূল্যবোধ অনুসৃত হয়, যা সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাফল্য আনে। সমাজকর্মী অনন্য রহমান এসব মূল্যবোধ অনুসরণের ফলে আসমার সমস্যা সমাধানে সফল হয়েছেন। সমাজকর্মী অনন্য রহমান আসমার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রথমেই সাহায্যার্থী হিসেবে তাকে মর্যাদাবান চিন্তা করেছেন এবং আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছেন। এটি ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্যের স্বীকৃতি মূল্যবোধ নামে পরিচিতি।

ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করা হলে তার সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয় এবং তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে। তাই সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্ম এ মূল্যবোধটি অনুসরণ করে। এছাড়া আসমা বেগমের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপরও অনন্য রহমান গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ব্যক্তিকে তার স্বকীয়তা ও যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হবে এ মূল্যবোধের অনুসরণ আবশ্যিক।

তাই বলা যায়, উল্লিখিত মূল্যবোধ অনুসরণের মাধ্যমেই সমাজকর্মী অনন্য রহমান আসমা বেগমের সমস্যা সমাধানে সক্ষম ও সফল হয়েছেন।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মূল্যবোধ ছাড়াও একজন সমাজকর্মী হিসেবে অনন্য রহমানের আরো কিছু মূল্যবোধ থাকা উচিত।

সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী পেশা। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নে সাহায্য করাই এর কাজ। সমাজকর্ম অনুশীলনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেশ-কাল নিরপেক্ষতা ভেদে এর কিছু স্বতন্ত্র মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে।

সমাজকর্মী অনন্য রহমান আসমা বেগমের সমস্যা সমাধানে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা— এই তিনটি মূল্যবোধ পরিপূর্ণভাবে অনুশীলন করেছেন। শুধু এ তিনটিই সমাজকর্মের মূল্যবোধ নয়। সমাজকর্মের আরও অনেক মূল্যবোধ রয়েছে। যেগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করলে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া সাফল্য লাভ করে। এসব মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে— সকলকে সমান সুযোগ দান। অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্ব শ্রেণির মানুষকে সাহায্য গ্রহণের সমান সুযোগ প্রদান করা। তাছাড়া সাহায্যার্থীকে স্বনির্ভর করে তোলার মানসিকতা নিয়ে সমাজকর্মী সাহায্য করবেন। ব্যক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তাকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলাই হবে সমাজকর্মীর প্রধান কাজ।

সমাজকর্মের অন্য একটি মূল্যবোধ হচ্ছে সম্পদের সন্মত ব্যবহার করা, অর্থাৎ সাহায্যার্থীর বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সমাজকর্মী সর্বদাই সাহায্যার্থীকে গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন। তাহলে সাহায্যার্থী তার সব ধরনের তথ্য প্রকাশ করতে ভরসা পাবেন। সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব সৃষ্টি করে কাজ করবেন। পারস্পরিক

দায়িত্ববোধ সমাজের উদ্দেশ্য অর্জনকে সফল করে তোলে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা সমাজকর্মের অপর একটি মূল্যবোধ। এটি না থাকলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। সর্বোপরি একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সেবা প্রদান করবেন এবং তিনি সমাজের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবেন। পরিশেষে বলা যায়, একজন সমাজকর্মী হিসেবে অনন্য রহমানের উপরে আলোচিত মূল্যবোধগুলো তা উচিত।

প্রশ্ন ২৪ জনাব ফরিদ একজন প্রবেশন কর্মকর্তা। তার তত্ত্বাবধানে দশজন কিশোর অপরাধীকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হয়। ঐ সকল কিশোর অপরাধীদের মধ্যে বিভ্রান্ত, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত রয়েছে। কিন্তু প্রবেশন অফিসার অন্যান্য কিশোরদের তুলনায় উচ্চবিত্ত কিশোরদের প্রতি বেশি যত্নশীল এবং তাদের সাথে তিনি বেশি যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন। ফলে অন্যান্য কিশোর অপরাধীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

[কেনী সরকারি কনসল] এর নং ৩/

ক. বৃত্তি কী?

১

খ. সম্পদের সন্মত ব্যবহার বলতে কী বোঝায়?

২

গ. উদ্দীপকে জনাব ফরিদ সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধ লঙ্ঘন করেছেন? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. 'পেশাগত মূল্যবোধ লঙ্ঘন একজন পেশাজীবীর কর্মক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।' উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৪

## ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. জীবন ধারণের জন্য পরিচালিত যে কোনো রকমের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই বৃত্তি।

খ. মানুষের কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বোচ্চ এবং যথাযথ ব্যবহারের প্রক্রিয়াকে সম্পদের সন্মত ব্যবহার বলা হয়।

সম্পদ সীমিত। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায়। ফলে সম্পদকে বহুবিধ ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে। সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে সম্পদের সন্মত ব্যবহার হয়ে থাকে।

গ. উদ্দীপকে জনাব ফরিদ সমাজকর্মের সমান সুযোগের অধিকার প্রদান মূল্যবোধটি লঙ্ঘন করেছেন।

যে মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে সমাজকর্ম পেশা গড়ে উঠেছে, তাই সমাজকর্ম মূল্যবোধ। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সবার জন্য সমান সুযোগ, সম্পদের সন্মত ব্যবহার প্রভৃতি মূল্যবোধের উপর সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে সমাজকর্মের অন্যতম দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্তর নির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। এ মূল্যবোধের আলোকে সমাজকর্ম প্রতিটি মানুষের স্বার্থ এবং সুযোগকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও সমান সুযোগের অধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব ফরিদ একজন প্রবেশন কর্মকর্তা হিসেবে বিভ্রান্ত, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির দশজন কিশোর অপরাধীকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু শুধু উচ্চবিত্ত কিশোরদের প্রতি যত্নশীল এবং আন্তরিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নয়, বরং সমাজের সর্বস্তরের সব শ্রেণির মানুষের জন্য সমঅধিকার ও সম দৃষ্টি প্রদান এবং বৈষম্য ও ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ গঠন করতে সমাজকর্মের সমান সুযোগের অধিকার প্রদান মূল্যবোধটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু উদ্দীপকের জনাব ফরিদ সাহেবের উচ্চবিত্ত কিশোরদেরকে বেশি গুরুত্ব ও অধিক সুযোগ প্রদান বৈষম্য ও ভেদাভেদের জন্ম দিয়েছে। এ কারণে জনাব ফরিদের কাজটি সমাজকর্মের সবার জন্য সমান সুযোগ ও অধিকার প্রদান মূল্যবোধটির লঙ্ঘন।



১৫ উদ্দীপকে সমাজকর্ম মূল্যবোধকে নির্দেশ করা হয়েছে। যার লক্ষন একজন পেশাজীবীর কর্মক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রতিটি পেশার পেশাগত অনুশীলনে বেশ কিছু মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয়। যেগুলোর লক্ষন সে পেশার প্রতি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি ভেঙ্গে নেতিবাচকতা তৈরি করে। সমান সুযোগের অধিকার প্রদান সমাজকর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। যখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শ্রেণি, স্তর নির্বিশেষে সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা যায়, তখন একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সমাজকর্ম পেশাকে সকলে একটি গণতান্ত্রিক সাহায্য প্রক্রিয়া হিসাবে মনে করে। কিন্তু এই মূল্যবোধের ব্যত্যয় সমাজকর্মীর কাজের প্রতি সাধারণের আস্থাশীলতা নষ্ট করে।

উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব ফরিদ প্রবেশন কর্মকর্তা হিসাবে মুক্তি দেওয়া বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত কিশোর অপরাধীদের মধ্যে কেবল উচ্চবিত্তদেরকে অধিক সুযোগ প্রদান করেন। ফলস্বরূপ অন্যান্য কিশোর অপরাধীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। সমাজকর্মের মূল্যবোধের লক্ষন সমাজকর্মীর কাজ ও কাজের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে। আর সমান সুযোগ না পেলে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ হয় না। ফলে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় না। মানুষ সমাজকর্ম সেবা গ্রহণ করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক উন্নয়নে সক্ষমতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। একজন সমাজকর্মী তার প্রয়োগ ক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে মানুষের ইতিবাচক সাদা পাওয়া কঠিন হয় এবং ব্যক্তির আস্থাশীলতা নষ্ট হয়। প্রত্যেক পেশার জন্যই মূল্যবোধ চর্চা অপরিহার্য। এই মূল্যবোধ লঙ্ঘনের কারণে উদ্দীপকের অন্যান্য কিশোর অপরাধীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, পেশাগত মূল্যবোধের লক্ষন পেশাজীবীর কাজের প্রতি মানুষের ইতিবাচকতা নষ্ট করে, যা তার কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি ও আস্থাহীনতা সৃষ্টি করে থাকে।

প্রশ্ন ২৫ তানিয়া ও ফারজানা ঢাকা মেডিকেল থেকে এমবিবিএস পাস করে। ফারজানা একটি হাসপাতালে রোগী দেখেন, তানিয়া কাজ করেন ইন্ডেন্ট ম্যানেজমেন্টে।

[সরকারি বরিশাল কলেজ] প্রশ্ন নং ৫/

- ক. COS-এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. ফারজানার কাজের ধরন কীরূপ? ২
- গ. তানিয়ার কাজের সামাজিক স্বীকৃতি নেই কেন? ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তানিয়া ও ফারজানার জীবিকার্জনের উপায়ের মধ্যে ৩টি বৈসাদৃশ্য লিখ। ৪

#### ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. COS-এর পূর্ণরূপ হলো Charity Organization Society।

খ. ফারজানার কাজ পেশার অন্তর্ভুক্ত।

ফারজানা ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে রোগী দেখেন। তার এ কাজের সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে এবং এটি জনকল্যাণমূলক। এছাড়া হাসপাতালে কাজ করতে গিয়ে তাকে সুনির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধ অনুসরণ করতে হয়। কাজের বিনিময়ে তিনি অর্থ উপার্জন করেন। তার কাজের এ সকল বৈশিষ্ট্য পেশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই ফারজানার কাজকে পেশা বলা যায়।

গ. তানিয়ার কাজটি পেশার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে তার কাজের সামাজিক স্বীকৃতি নেই।

জীবিকা নির্বাহের জন্য যেকোনো কাজকেই বৃত্তি বলা হয়। এর জন্য তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

উদ্দীপকে তানিয়া জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে ইন্ডেন্ট ম্যানেজমেন্টকে বেছে নেন। এ কাজের জন্য তাকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে

হয়নি। কাজের ক্ষেত্রে তাকে কোনো সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলতে হয় না। তানিয়া স্বাধীনভাবে তার কাজ পরিচালনা করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তার কাজটি জনকল্যাণমূলক নয়। এটি শুধুমাত্র তার জীবিকা নির্বাহের উপায়। তানিয়ার কাজের এসকল বৈশিষ্ট্য বৃত্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বৃত্তিমূলক কাজের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না। জীবিকা নির্বাহের যেকোনো উপায়কে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তানিয়ার কাজটি বৃত্তিমূলক। এ কারণে তার কাজের ক্ষেত্রে কোন সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না।

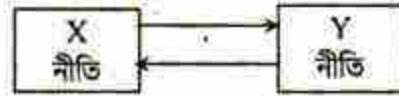
ঘ. ফারজানা ও তানিয়ার জীবিকা অর্জনের উপায় দুটি যথাক্রমে পেশা ও বৃত্তি নামে পরিচিতি।

অনেকেই বৃত্তি ও পেশাকে প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু সমাজকর্মে বৃত্তি বলতে জীবনধারণের জন্য যেকোনো ধরনের অর্থনৈতিক কাজকে বোঝায়। অন্যদিকে, পেশার মূল দিক হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন। প্রতিটি পেশারই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে আলাদা করে।

একজন ডাক্তার হওয়ার জন্য ফারজানাকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। এ ছাড়াও তাকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণও নিতে হয়েছে। কিন্তু ইন্ডেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য তানিয়াকে বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়নি। ফারজানার পেশার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড রয়েছে। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যেগুলো তাকে মেনে চলতে হয়। কিন্তু তানিয়ার ব্যবসার ক্ষেত্রে এরূপ কোন মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলতে হয় না। ফারজানার কাজের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অন্যদিকে তানিয়া স্বাধীনভাবে তার কাজ করেন।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, ফারজানা ও তানিয়ার কাজের মাধ্যমে পেশা ও বৃত্তির পার্থক্যগুলো সুস্পষ্ট হয়।

প্রশ্ন ২৬



[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঝিলগাঁও, ঢাকা] প্রশ্ন নং ৪/

১. মানবমর্যাদা ৪. আত্মসচেতনতা
২. সেবাগ্রহীতার কল্যাণ ৫. গ্রহণ
৩. গোপনীয়তা ৬. বিচার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি
৭. অংশগ্রহণ

- ক. বৃত্তি কী? ১
- খ. পেশা ও বৃত্তির মধ্যে ৪টি পার্থক্য লেখ। ২
- গ. চিত্রে X ও Y দ্বারা কী কী নীতি বোঝানো হয়েছে? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের নীতিমালাগুলোকে একজন পেশাদার সমাজকর্মী কীভাবে ব্যবহার করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মানুষ জীবনধারণের জন্য যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকে তাকে বৃত্তি বলা হয়।

খ. অনেকেই পেশা ও বৃত্তিকে প্রায় এক অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

প্রত্যেকটি পেশারই কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে আলাদা করে। প্রথমত, সাধারণত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সাথে জ্ঞানের বাস্তব সমন্বয়ন হচ্ছে পেশা। কিন্তু যেকোনো রকম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই বৃত্তি। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি পেশার ক্ষেত্রে নিজস্ব সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু বৃত্তির জন্য কোনো বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যিকতা নেই।



গ. উদ্দীপকের চিত্রে X দ্বারা সমাজকর্ম পেশার মানব মর্যাদা, সেবাগ্রহীতার কল্যাণ, গোপনীয়তা এবং Y দ্বারা আত্মসচেতনতার দায়িত্ব গ্রহণ, বিচার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, অংশগ্রহণ নীতিগুলো বোঝানো হয়েছে।

সমাজকর্ম পেশা পরিচালিত হবার আদর্শ মানদণ্ডকে সমাজকর্ম পেশার নীতিমালা বলা হয়। বিভিন্ন মনীষী বা লেখক সমাজকর্মের নীতিমালাকে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে মানব মর্যাদা, সেবাগ্রহীতার কল্যাণ, গোপনীয়তা, আত্মসচেতনতা, দায়িত্ব গ্রহণ, সমাজকর্মীর আবেগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উদ্দীপকের ছকে X-নীতি ও Y-নীতি দ্বারা সমাজকর্ম পেশার নীতিগুলোকে ইজিত করা হয়েছে। সমাজকর্মের প্রধান নৈতিক নীতি মানব মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যা সর্বজনীন দার্শনিক ভিত্তি। সমাজকর্মীদের সবধরনের পেশাগত কার্যক্রমের মূল হলো সেবাগ্রহীতার কল্যাণ। গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি সেবা গ্রহণে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখায়। সমাজকর্মী নিজ দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে আত্মসচেতন হয়ে কাজ করবেন। এটা সমাজকর্মীর নৈতিক দায়িত্ব। তাছাড়া গ্রহণ নীতির মাধ্যমে পরিবর্তনের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। সেবাপ্রার্থীর সমস্যা উপলব্ধি ও মূল্যায়নের মাধ্যমে সমাজকর্মী পেশাগত দায়িত্ব পালন করে। উদ্দীপকের ছকে উক্ত নীতিগুলোর কথাই বলা হয়েছে, যা একজন পেশাদার সমাজকর্মীর জন্য মেনে চলা আবশ্যিক।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতিমালাগুলো একজন পেশাদার সমাজকর্মী তার অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের মাধ্যমে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারে।

সমাজকর্ম পেশার সফলতা নির্ভর করে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে। এজন্য কিছু নীতির প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যে শ্রেণি বা পেশারই হোক তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তার সাথে সুসম যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। অন্যথায়, সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করতে চাইবে না এবং এ ধরনের সেবা গ্রহণ করবে না। সমাজকর্মের নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগের জন্য কিছু কৌশল ও পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়।

উদ্দীপকের X ও Y চিত্রের মাধ্যমে মানব মর্যাদা সেবাগ্রহীতার কল্যাণ, গোপনীয়তা, গ্রহণ অংশগ্রহণ প্রভৃতি নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে। এসব সমাজকর্ম পেশার নীতিমালা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে আত্মসচেতন হতে হবে। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো কথা বা তথ্য সবার কাছে প্রকাশ না করতে চাইলে সমাজকর্মীকে তা গোপন রাখতে হবে। এতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলকে সমান গুরুত্ব প্রদান আবশ্যিক। সামগ্রিকভাবে মানুষের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার মানসিকতা রেখে একজন পেশাদার সমাজকর্মীকে কাজ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের নীতিমালাগুলো সমাজকর্ম পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ এবং আত্মসচেতন ও পেশাদারিত্বের পরিচয়ে পেশাদার সমাজকর্মী ব্যবহার করতে পারে।

**প্রশ্ন ২৭** হাসনাত কামাল ছেলে-মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েই বড় করেছেন। পড়াশোনা, জীবন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত তিনি তাদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি অনায়েসে ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেন। সকলকে সমান সুযোগ দানের মাধ্যমে পিতা হিসাবে বৈষম্যহীন পরিবার তথা সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন হাসনাত কামাল। /প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুরীগঞ্জ। এর নং ৪/

গ. উদ্দীপকে হাসনাত কামালের সহজাত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি সমাজকর্মের মূল্যবোধগুলোর কোন দিক প্রকাশ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সকলকে সমান সুযোগ দানের মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব—উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

### ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** মূল্যবোধ একটি আপেক্ষিক প্রত্যয়।

**খ.** যেসব মূল্যবোধ অধিক সুনির্দিষ্ট এবং স্বল্পকালীন লক্ষ্য নির্দেশ করে, সেগুলোই সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ (Proximate values)।

Encyclopedia of Social Work (1995) গ্রন্থের ব্যাখ্যানুযায়ী, 'Proximate values are more specific and suggest short term goals'. সেবাগ্রহীতার স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যকর গৃহায়নের অধিকার সংশ্লিষ্ট নীতি, মানসিক চিকিৎসাধীন রোগীর বিশেষ ধরনের চিকিৎসা গ্রহণ না করার অধিকার প্রভৃতি এ জাতীয় মূল্যবোধ।

**গ.** উদ্দীপকে হাসনাত কামালের দেওয়া ব্যক্তির সহজাত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি সমাজকর্মের সাধারণ মূল্যবোধের একটি দিক প্রকাশ করেছে।

ব্যক্তির সহজাত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি সমাজকর্মের সাধারণ মূল্যবোধগুলোর একটি অন্যতম দিক। সমাজকর্ম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পৃথক সত্তা ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। সমাজকর্মে বিশ্বাস করা হয়, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষ মর্যাদা ও মূল্যের অধিকারী। ব্যক্তির মর্যাদা ও পৃথক সত্তার স্বীকৃতি দান ছাড়া যেমন মানুষের কল্যাণ আনয়ন সম্ভব নয়, তেমনি সমাজের কল্যাণসাধনও সম্ভব নয়। এ জন্য সমাজকর্মে সাহায্যার্থীকে তার অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। উদ্দীপকেও এ দিকটির চর্চা লক্ষ করা যায়।

হাসনাত কামাল তার সন্তানদের সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিয়েছেন। ব্যক্তির মর্যাদার স্বীকৃতি সাহায্যার্থীর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হয়। এতে ব্যক্তি সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সক্রিয় সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এছাড়া এর ফলে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং স্বাবলম্বন অর্জনের স্পৃহা জাগ্রত হয়।

**ঘ.** সকলকে সমান সুযোগ দানের মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব—উদ্দীপকের এ বক্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

সমাজকর্মে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমমর্যাদা ও সমঅধিকার দান করা হয়। এতে সকল মানুষকে সমদৃষ্টিকোণ হতে বিবেচনা করা হয়। বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণিকে গুরুত্ব না দিয়ে সবার প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বৈষম্য সৃষ্টি না হয়।

সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো সামাজিক বৈষম্য ও ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে সকল মানুষের কল্যাণ আনয়নে সাহায্য করা। এজন্যে সমাজকর্মীরা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় বিশেষ কোনো শ্রেণিকে উপেক্ষা করে অন্য শ্রেণিকে গুরুত্ব দিতে পারে না। সর্বস্তরের মানুষ যাতে নিজ নিজ ক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী প্রাপ্ত সম্পদ এবং সুযোগ-সুবিধায় সমঅধিকার ভোগ করতে পারে তার প্রতি সমাজকর্মে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে সকল স্তরের মানুষ সুপ্ত প্রতিভা ও ক্ষমতা বিকাশে সমান সুযোগ লাভ করে এবং প্রত্যেকের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী নিজ নিজ ভাগ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে সকলের সমান সুযোগ দানের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ ঘটানো যায়।

উপরের আলোচনার মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে বলা যায়, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার জন্য সকলকে সমান সুযোগ দান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সকলকে সমান সুযোগ দানের মাধ্যমেই বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

ক. মূল্যবোধ কোন ধরনের প্রত্যয়? ১

খ. সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২



**প্রশ্ন ২৮** রায়হান মল্লিক পেশায় একজন উকিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওকালতি পাস করে উকিল হওয়ার জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছে। এখন সে ওকালতি শাস্ত্রের প্রয়োগ সম্পর্কিত বাস্তব ও উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্য খ্যাতিমান উকিলের নিকট থেকে শিক্ষালাভ করছে। তার ইচ্ছা পেশার মধ্যে দিয়ে সে জনসেবা করবে।

(আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১০/)

- ক. পেশার আভিধানিক অর্থ কী? ১
- খ. পেশাবৃত্তি থেকে কীভাবে আলাদা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. রায়হান মল্লিকের ইচ্ছাকে সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৩
- ঘ. রায়হান মল্লিকের ইচ্ছার মধ্য দিয়ে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়— কথটি সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** পেশার আভিধানিক অর্থ হলো জীবিকা বা জীবনধারণের বিশেষ উপায়।

**খ.** পেশা ও বৃত্তির মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্য না থাকলেও কার্যক্রমগত যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

পেশা হচ্ছে জীবনধারণের একটি উপায় যেখানে দক্ষতা ও প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। যেমন— ডাক্তারের দক্ষতার প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে বৃত্তি জীবনধারণের উপায় হলেও এজন্য কোনো দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। যেমন— কৃষিকাজ। অর্থাৎ পেশা ও বৃত্তির মধ্যে পার্থক্য হলো পেশার ক্ষেত্রে জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে এগুলোর প্রয়োজন হয় না।

**গ.** রায়হান মল্লিকের ইচ্ছা সমাজকর্ম পেশার জনকল্যাণমুখিতা বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে।

পেশাকে অবশ্যই জনকল্যাণমুখী হতে হয়। কেননা জনকল্যাণ বিরোধী কোনো কাজ পেশার মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। সমাজকর্মও একটি জনকল্যাণমুখী পেশা। সমাজকর্ম পেশা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সর্বাধিক কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পৃথিবীতে যতগুলো পেশা আছে তার মধ্যে সমাজকর্ম সবচেয়ে জনকল্যাণমুখী।

রায়হান মল্লিক পেশায় একজন উকিল। উকিল হওয়ার জন্য তাকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে। এর পাশাপাশি খ্যাতিমান উকিলদের অধীনে থেকে সে এ বিষয়ে অনুশীলন করে দক্ষতা অর্জন করেছে। তার ইচ্ছা পেশার মধ্য দিয়ে সে জনসেবা করবে। সে তার পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ করে মানুষকে আইনি সহায়তা প্রদান করবে। এর ফলে সমাজের অসহায়, অবহেলিত, দরিদ্র ও নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা হবে। সমাজকর্ম পেশা ও জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে। তাই বলা যায়, রায়হান মল্লিকের ইচ্ছা সমাজকর্মের জনসেবা বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ঘ.** রায়হান মল্লিকের ইচ্ছার মধ্য দিয়ে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়— বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি।

সমাজকর্ম মানবকল্যাণকে কেন্দ্র করে পরিচালিত একটি সাহায্যকারী পেশা। পেশাটি সমাজের সামগ্রিক ও সুস্থ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। উদ্দীপকে রায়হান মল্লিক তার পেশার সাহায্যে মানুষের কল্যাণ করতে চান। সমাজকর্ম পেশাও মানব কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে। তার মনোভাবে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। সমাজকর্ম পেশায় নিয়োজিত সমাজকর্মীরা সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত শ্রেণির অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে। সমাজকর্ম পেশা জনগণের আত্মনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করে। কারণ সমাজকর্ম বিশ্বাস করে ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সমাজের অপরিবর্তিত পরিবর্তন সমাজ জীবনে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে। সমাজকর্ম ব্যক্তিকে

সমাজে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করে। সমাজকর্ম অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক এবং পরিবেশগত সকল দিকের সুস্থ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজের পরিকল্পিত ও বাস্ত্বিত উন্নয়নে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব অপরিসীম।

**প্রশ্ন ২৯** সুমনের বাবা লেখাপড়া করতে পারেনি। লেখাপড়া না জানার কারণে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান চাকুরি করতেও পারেনি।

অন্য দিকে সায়মার বাবা উচ্চ শিক্ষিত। তিনি ২০তম বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগ পেয়ে সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করছেন।

(সরকারি কেসি কলেজ, বিনাইদহ। প্রশ্ন নং ৫/)

- ক. পেশাদার সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় কখন থেকে? ১
- খ. সামাজিক বিজ্ঞানের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সায়মার বাবার কার্যক্রম তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে সাইমার বাবার কার্যক্রম ও সুমনের বাবার কার্যক্রমের পার্থক্য দেখাও। ৪

### ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** পেশাদার সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৫ সাল থেকে।

**খ.** সমাজে বসবাসরত মানুষকে নিয়ে যে বিজ্ঞান অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় তাকে সামাজিক বিজ্ঞান বলে।

সামাজিক বিজ্ঞানকে মূলত সমাজের বৈজ্ঞানিক পাঠ বলা হয়। কেননা সমাজ এবং সমাজের মানুষের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব। প্রতিটি সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্কের বিশেষ দিক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে। তাই বলা যায়, সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কিত আলোচনার শাস্ত্র।

**গ.** উদ্দীপকে উল্লিখিত সায়মার বাবার কার্যক্রম পাঠ্যবইয়ের পেশাকে নির্দেশ করে।

পেশা হলো সুশৃঙ্খল ও তত্ত্বনির্ভর জ্ঞান যা মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সাথে বাস্তবে প্রয়োগ হয়ে থাকে। পেশা হতে হলে তাকে অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক সনদপ্রাপ্ত ও উপার্জনমুখী হতে হবে। এছাড়া পেশার অনুশীলনকারীদের পেশাগত ও নৈতিক নিয়ন্ত্রণ থাকবে। পেশা সাধারণত জনকল্যাণমুখী হয়ে থাকে। এর সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও সামাজিক স্বীকৃতি বিদ্যমান।

উদ্দীপকে সায়মার বাবা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি ২০তম বিসিএসে শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগ পেয়ে একটি কলেজে অধ্যাপনা করছেন। এ শিক্ষকতার জন্য তাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে হয়েছে। এ কাজের মাধ্যমে তিনি অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অধ্যাপনা করার ক্ষেত্রে তাকে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। এছাড়া তাকে সুনির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধও অনুসরণ করতে হয়। তার কাজের সকল বৈশিষ্ট্য পেশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই সায়মার বাবা কার্যক্রমকে পেশা বলা যায়।

**ঘ.** সায়মা ও সুমনের বাবার কাজ যথাক্রমে পেশা ও বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।

বৃত্তি বলতে জীবনধারণের জন্য যেকোনো রকমের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। অন্যদিকে বৃদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনই পেশা। প্রতিটি পেশারই কতগুলো বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধ থাকে যা পেশাকে বৃত্তি থেকে পৃথক করে।

উদ্দীপকের সায়মার বাবা জ্ঞানের নির্দিষ্ট একটি শাখায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পরবর্তী সময়ে সেই জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে বিসিএস দিয়ে চাকরিতে যোগদান করে তিনি জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নিয়েছেন। তার জীবিকার্জনের পদ্ধতিটি পেশার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যদিকে সুমনের বাবা বৃত্তির মাধ্যমে জীবিকার্জন করছেন। সায়মার বাবাকে জীবিকার্জনের জন্য সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু সুমনের বাবাকে এরকম কোনো সুসংগঠিত



ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে হয়নি। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে শাহেদকে তার পেশাগত কাজ সম্পর্কে বিশেষ নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু সুমনের বাবাকে তার কাজের জন্য কোনো ধরনের নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়নি। একজন পেশাদার হিসেবে সায়মার বাবাকে অবশ্যই তার পেশার মূল্যবোধগুলো মেনে চলতে হয়। কিন্তু সুমনের বাবাকে তার কাজের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো মূল্যবোধ মেনে চলতে হয় না। সুমনের বাবাকে পেশার সামগ্রিক উন্নয়ন ও কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পেশাগত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু সুমনের বাবার বৃত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। সায়মার বাবার পেশাকে অবশ্যই সমাজের স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু সুমনের বাবার বৃত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

**প্রশ্ন ৩০** আসমা হক একটি সরকারি শিশু পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক। সালমা নামে অতি দরিদ্র পরিবারের পিতৃহীন একটি মেয়েকে তার প্রতিষ্ঠানে আনা হলে তিনি মেয়েটিকে সাদরে গ্রহণ করলেন। মেয়েটির মতামত নিয়ে তার বৌক বুঝে অংকন ও সংগীত শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করলেন।

*[কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৫]*

- ক. পেশার আভিধানিক অর্থ কী? ১
- খ. সমাজকর্ম একটি মূল্যবোধ নির্দেশিত পেশা— বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. আসমা হকের কর্মতৎপরতার মধ্যে সমাজকর্মের যেসব মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে তার বিবরণ দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের উল্লেখিত সালমার জীবনের স্থায়ী উন্নয়নের জন্য আসমা সমাজকর্মের আর কোন কোন মূল্যবোধ অনুসরণ করতে পারে? বুঝিয়ে লেখ। ৪

### ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** পেশার আভিধানিক অর্থ হলো জীবিকা বা জীবনধারণের বিশেষ উপায়।

**খ.** সমাজকর্ম একটি মূল্যবোধ নির্দেশিত পেশা। কেননা, ব্যবহারিক অন্যান্য বিজ্ঞানের শাখার মতো সমাজকর্মকেও মানবিক মূল্যবোধের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। পেশাদার সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া ও কর্মপন্থা কতগুলো মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

**গ.** সৃজনশীল ১১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ.** সৃজনশীল ১১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ৩১** জনাব হাসেম খান একজন নেতা। সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় তাকে তার সদস্যদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কারণ সদস্যদের ইচ্ছেমতো দল চললে তা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। এজন্য দলে তিনি কিছু আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেগুলো ঐ সমাজের অংশবিশেষ ও রীতি-নীতি এবং আদর্শকে প্রতিফলিত করে। হাসেম খান সদস্যদের মর্যাদা ও সমান সুযোগ দিয়ে কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেন। এতে তারা অধিকার পায়, দায়িত্ব পালন করে ও সম্পদের স্বেচ্ছাচার করে স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়।

*[জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি মহাবিদ্যালয়, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৩]*

- ক. মূল্যবোধ কী? ১
- খ. মূল্যবোধ কত প্রকার ও কী কী? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মূল্যবোধের সাথে সমাজকর্মের সাদৃশ্যপূর্ণ মূল্যবোধের বর্ণনা কর। ৪

### ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** মূল্যবোধ হলো একটি মানদণ্ড যা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

**খ.** সাধারণ দৃষ্টিতে পাঁচ পর্যায়ের মূল্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। মূল্যবোধ বিভিন্ন প্রকার ও পর্যায়ের হয়ে থাকে। সমাজজীবনে ব্যক্তিগত, দলীয়, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত এ পাঁচ পর্যায়ের মূল্যবোধ উল্লেখযোগ্য। মার্কিন মনোবিজ্ঞানী জি. লিভজি ১৯৭০ সালে ৬টি প্রধান মূল্যবোধের উল্লেখ করেছেন। যথা— তাত্ত্বিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ, শৈল্পিক মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ।

**গ.** উদ্দীপকে সমাজকর্ম পেশার মানব মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি সম্মান, সমান সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি মূল্যবোধগুলো নির্দেশ করা হয়েছে, যা সমাজকর্ম পেশায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মূল্যবোধ হলো মানব প্রকৃতি বোঝার এবং মানব আচরণের ভাল-মন্দ মূল্যায়নের মানদণ্ড। মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে মানবসেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। সমাজকর্মীদের অর্জিত পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল প্রভৃতি অনুশীলন মূল্যবোধ ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মূল্যবোধের পরিপন্থী জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না। সমাজকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের হাতিয়ার হিসেবে মূল্যবোধগুলো ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব হাসেম খান সমাজ পরিচালনা করতে গিয়ে কিছু আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলো সামাজিক কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তার প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধগুলো মূলত সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধকে নির্দেশ করে। সমাজকর্মের মূল্যবোধগুলো সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সেবাপ্রার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি রচনা করে। উদ্দীপকের হাসেম খান সমাজের সদস্যদের যে মর্যাদা ও সমান সুবিধা দিয়েছেন ও ব্যক্তির স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করেননি এ মূল্যবোধ সদস্যদের অধিকার প্রাপ্তি; দায়িত্বশীল ও সম্পদের স্বেচ্ছাচার উৎসাহিত করেছে। ফলে তারা স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়। এ কারণে পেশাগত মূল্যবোধ সমাজকর্মী বা সমাজকর্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত।

**ঘ.** উদ্দীপকে সমাজকর্মের মূল্যবোধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তির মূল্য ও স্বীকৃতি সমান সুযোগ-সুবিধা, সাহায্যার্থীর ক্ষমতায়ন, ব্যক্তি মানুষকে তাদের প্রতিভা উপলব্ধির সুযোগ প্রদান এ মূল্যবোধগুলো নির্দেশিত হয়েছে।

সমাজকর্ম মূল্যবোধ মূলত সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ মানুষের কল্যাণে সমাজকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম মূল্যবোধ অনুসরণ করা হয়। চার্লস এস লেভি সমাজকর্ম পেশার জন্য নির্ধারিত কতিপয় মূল্যবোধের কথা বলেছেন। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও সহজাত প্রবণতার বিশ্বাস, মানুষের বেঁচে থাকার চাহিদা, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, সেবা, গোপনীয়তা প্রভৃতি মূল্যবোধের অনুশীলন সমাজকর্ম পেশার জন্য জরুরি।

উদ্দীপকের নেতা হাসেম খান সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কতিপয় আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করলে ব্যক্তির মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধিত হয়। এসব জন্য সমান সুযোগ মূল্যবোধের আলোকে সমাজকর্ম প্রতিটি মানুষের স্বার্থ এবং সুযোগকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সাহায্যার্থীর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়নে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। এভাবে মানুষকে তাদের প্রতিভা উপলব্ধির সুযোগ দিলে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে মানুষ নিজেদের সক্ষম করে তোলে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্মের মূল্যবোধের অনুশীলনের মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে।



## তৃতীয় অধ্যায়: সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালা

### ★★ পেশার ধারণা, পেশা ও বৃত্তির সম্পর্ক

১. 'সাধারণত পেশাজীবীদের উচ্চ বেতন, উচ্চ সামাজিক মর্যাদা এবং কাজ করার স্বাধীনতা থাকে' – উক্তিটি কে করেছেন? [জ্ঞান]

ক) আর্নেস্ট গ্রিনউড খ) জন সি কিডনে  
গ) গর্ডন মার্শাল ঘ) জি মিলারসন

২. পেশা কোন শব্দ থেকে উদ্ভূত? [জ্ঞান]

ক) জার্মান খ) ফারসি  
গ) ইতালীয় ঘ) আরবি

৩. নৈতিকতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানভিত্তিক জীবিকা নির্বাহের পন্থাকে কী বলা হয়? [জ্ঞান]

ক) দল খ) পেশা গ) কর্ম ঘ) জ্ঞান

৪. চিকিৎসকের চিকিৎসা একটি পেশা কেন? [নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ, নেত্রকোণা]

ক) এতে প্রচুর ইনকাম করা যায় বলে  
খ) এতে ভালো সম্মান পাওয়া যায় বলে  
গ) এতে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আছে বলে  
ঘ) যে কেউ এই কাজ করতে পারে না বলে

৫. মানুষ তার জীবনধারণের জন্য যে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে, তাকে কী বলে? [জ্ঞান]

ক) বৃত্তি খ) পেশা গ) চাকরি ঘ) ব্যবসা

৬. পেশার মূল দিক কোনটি? [উচ্চতর দক্ষতা]

ক) জীবনধারণের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড  
খ) বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন  
গ) ব্যবহারিক জ্ঞানের বাস্তব সমন্বয়  
ঘ) বিশেষ জ্ঞানার্জন

৭. পেশা ও বৃত্তির মধ্যে কোন বিষয়টির মিল রয়েছে? [জ্ঞান]

ক) পেশা ও বৃত্তি উভয়েই জীবিকার্জনের পন্থা  
খ) নীতি ও মূল্যবোধ অশ্রিত  
গ) বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর  
ঘ) মানদণ্ড ও আইন কানুন রয়েছে

৮. কত সালে গ্রিনউড পেশার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেন? [সরকারি হরগজা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ]

ক) ১৯৫০ খ) ১৯৫৭ গ) ১৯৫৯ ঘ) ১৯৬০

৯. 'বহুতপক্ষে সমাজকর্ম একটি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন পেশা; যা মানবজীবনের প্রায় প্রতিটি দিক এবং উপাদান নিয়ে ব্যাপ্ত' – উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

ক) আরমান্ডো মরেলস ও বি ডব্লিউ শেফারের  
খ) ফ্রান্সিস-ই-মেরিল ও আরটি শেফারের  
গ) মিল্টন রকইচ ও ডার্ব লির  
ঘ) পিনকাস ও মিনাহামের

১০. কোনো বৃত্তিকে পেশা বলা যাবে যখন উক্ত বৃত্তির কাজটি— [অনুধাবন]

১. প্রযুক্তিসম্পন্ন হবে

ii. সচেতনতামূলক হবে

iii. পেশাগত নীতি ও মূল্যবোধ অনুসরণ করে চলবে  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১. যেকোনো পেশাকে পরিপূর্ণ পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে— [অনুধাবন]

i. রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন জরুরি  
ii. সেবামূলক মানসিকতা আবশ্যিক  
iii. সুশৃঙ্খল জ্ঞানভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১২. আধুনিক শিল্পবিপ্লবোত্তর সময়ে প্রতিটি পেশায় যুক্ত হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের— [অনুধাবন]

i. জ্ঞান ও দক্ষতা  
ii. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা  
iii. অভিজ্ঞতা ও সামাজিক স্বীকৃতি  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩. মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড পেশাদার কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করে— [অনুধাবন]

i. আচার-আচরণ  
ii. দায়িত্ব  
iii. কার্যাবলি  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

### ★★ সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

১৪. কোন ধরনের পরিবর্তন সমাজজীবনে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে? [জ্ঞান]

ক) অর্থনৈতিক পরিবর্তন খ) প্রযুক্তিগত পরিবর্তন  
গ) বৈপ্লবিক পরিবর্তন  
ঘ) অপরিবর্তিত পরিবর্তন

১৫. স্থানীয় একটি এনজিও রূপসা এলাকার প্রায় অর্ধ শতাধিক বেকার যুবকদের আত্মনির্ভরশীল করার উদ্যোগ নিয়েছে। এখানে কোন পেশার ইজিত রয়েছে? [প্রয়োগ]

ক) সমাজকর্ম খ) আইন  
গ) সাংবাদিকতা ঘ) শিক্ষকতা

১৬. কোন সমাজে সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী পেশা হিসেবে স্বীকৃত? [জ্ঞান]

ক) আধুনিক সমাজে খ) পাশ্চাত্যের উন্নত সমাজে  
গ) আদিম সমাজে ঘ) অনুন্নত সমাজে

১৭. ওয়ার্নার ডব্লিউ বোয়েম কত সালে সমাজকর্মকে পূর্ণ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেন? [জ্ঞান]

ক) ১৯৫৯ সালে খ) ১৯৬৩ সালে  
গ) ১৯৬১ সালে ঘ) ১৯৬৭ সালে

১৮. সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে কখন? [সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, রূপসা, বুলনা]

ক) ১৯১৬ সালে খ) ১৯১৮ সালে  
গ) ১৯৪০ সালে ঘ) ১৯৬০ সালে



১৯. সমাজকর্ম সমাজে কাদের জন্য একটি বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানবিক পেশা হিসেবে স্বীকৃত? [জ্ঞান]

- (ক) সুবিধা বঞ্চিত জনগণের  
(খ) সাধারণ জনগণের  
(গ) পেশাজীবীদের  
(ঘ) রাজনৈতিক নেতাদের

২০. সমাজকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী? [জ্ঞান]

- (ক) মানুষের অর্থনৈতিক ভূমিকা চিহ্নিতকরণ  
(খ) মানুষের সামাজিক ভূমিকা পুনরুদ্ধার  
(গ) শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা  
(ঘ) ধর্মীয় ভূমিকা পালনের সহায়তা

২১. সমাজকর্ম একটি সুখী ও সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায় সমস্যার — [অনুধাবন]

- i. স্থায়ী সমাধানের মাধ্যমে  
ii. সাময়িক সমাধানের মাধ্যমে  
iii. বাস্তবধর্মী সমাধানের মাধ্যমে  
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২২. পেশাদার সমাজকর্মী বিশেষ ভূমিকা পালন করে— [অনুধাবন]

- i. অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত শ্রেণির অধিকার রক্ষায়  
ii. সমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে  
iii. সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে  
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৩. সমাজকর্ম সাহায্যাধীকে সরাসরিভাবে— [অনুধাবন]

- i. আত্মকেন্দ্রিক করে গড়ে তোলে  
ii. স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলে  
iii. আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে  
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

★ মূল্যবোধের ধারণা, মূল্যবোধের ধরন

২৪. কোনটি বিচারবোধ হিসাবে ব্যক্তিগত বা দলগত কল্যাণে প্রযোজ্য হয়? [জ্ঞান]

- (ক) বিশ্বাস (খ) দর্শন  
(গ) মূল্যবোধ (ঘ) ধর্ম

২৫. ব্যক্তি ও সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত কোনটি? [যেদী সরকারি কলেজ]

- (ক) পেশা (খ) বৃত্তি  
(গ) মূল্যবোধ (ঘ) পারিশ্রমিক

২৬. সামাজিক মূল্যবোধ কোন ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে? [অনুধাবন]

- (ক) মানুষের আচার-আচরণের ক্ষেত্রে  
(খ) ধর্মীয় উদ্ভাদনার ক্ষেত্রে  
(গ) রাজনৈতিক সহিংসতার ক্ষেত্রে  
(ঘ) অর্থনৈতিক বণ্টনার ক্ষেত্রে

২৭. চরম মূল্যবোধ হলো — [সিএমসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

- (ক) ভোটাধিকার (খ) বাকস্বাধীনতা  
(গ) বৈষম্যহীনতা (ঘ) গণতান্ত্রিক অধিকার

২৮. যার ভিত্তিতে মানুষের আচার-আচরণের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়, তাকে কী বলে? [মেধেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]

- (ক) মূল্যবোধ (খ) আদর্শ  
(গ) রীতি-নীতি (ঘ) নৈতিকতা

২৯. কীসের ভিত্তিতে ব্যক্তি পৃথিবীর অন্য সবকিছুর থেকে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে অধিক প্রাধান্য দেয়? [অনুধাবন]

- (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মূল্যবোধের  
(খ) পেশাগত মূল্যবোধের  
(গ) আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের  
(ঘ) ধর্মীয় মূল্যবোধের

৩০. কোন মূল্যবোধ যুগল বিপরীতমুখী? [উচ্চতর দক্ষতা]

- (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও পারিবারিক মূল্যবোধ  
(খ) পারিবারিক ও পেশাগত মূল্যবোধ  
(গ) পেশাগত ও জাতীয় মূল্যবোধ  
(ঘ) জাতীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ

৩১. কোনো রাষ্ট্র উন্নত ও শক্তিশালী হতে হলে তার নাগরিকদের কোন মূল্যবোধ ধারণ করা উচিত? [জ্ঞান]

- (ক) আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ (খ) নৈতিক মূল্যবোধ  
(গ) তাত্ত্বিক মূল্যবোধ (ঘ) জাতীয় মূল্যবোধ

৩২. যখন সমাজ কর্তৃক প্রতিটি মানুষ ভালবাসা ও সম্মান প্রাপ্ত হয় তখন আইন বা বিধানের তুলনায় কোন মূল্যবোধ শক্তিশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়? [উচ্চতর দক্ষতা]

- (ক) আধ্যাত্মিক (খ) পারিবারিক  
(গ) নৈতিক (ঘ) পেশাগত

৩৩. মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তির যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তা হলো— [অনুধাবন]

- i. দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন  
ii. নিজের আচার-আচরণ ও কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণ  
iii. অপরের ভালো-মন্দের দিক নির্দেশনা প্রদান  
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩৪. সামাজিক মূল্যবোধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ— [অনুধাবন]

- i. সততা, সহনশীলতা ও শ্রম্ভাবোধ  
ii. বিশ্বস্ততা, আনুগত্য ও দায়িত্ববোধ  
iii. কার্যবোধ, মানবসেবা ও পরোপকার  
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩৫. সমাজকর্মে কর্মসম্পাদনের উপায় হিসেবে মূল্যবোধের উদাহরণ হলো— [অনুধাবন]

- i. সেবাগ্রহীতার গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি সম্মান  
ii. মানব মর্যাদার প্রতি সম্মান  
iii. সম্মতি বা মতামত প্রদানের অধিকারের প্রতি সম্মান  
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii



৩৬. মূল্যবোধ ব্যবস্থা বলতে বোঝায়— [অনুধাবন]

- ব্যক্তির তুলনামূলক পছন্দের ভিত্তিকে
- ভালো-মন্দ বিচারবোধের ভিত্তিকে
- সঠিক-ভুল সম্পর্কিত ভিত্তিকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii ঘ

৩৭. সামাজিক মূল্যবোধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ— [কেনী সরকারি কলেজ]

- সততা, সহনশীলতা, শ্রমবোধ
- বিশ্বস্ততা, আনুগত্য, দায়িত্ববোধ
- কার্যবোধ, মানবসেবা, পরোপকার

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঘ

৩৮. জাতীয় মূল্যবোধ প্রতিফলিত করে দেশের— [অনুধাবন]

- ইতিহাসকে
- ঐতিহ্যকে
- অভিজ্ঞতাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii ঘ

নিচের ছকটি পড় এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

'ক' বিষয়ের বৈশিষ্ট্য

- একটি বিমূর্ত ধারণা
- একটি আদর্শ মানদণ্ড যার সাহায্যে মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়

৩৯. ছকের 'ক' বিষয়টি দ্বারা নিচের কোনটিকে বোঝানো হচ্ছে? [প্রয়োগ]

- ক) প্রথা খ) মূল্যবোধ  
গ) লোকাচার ঘ) সংস্কৃতি ঘ

৪০. এ বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]

- এটি শুধুমাত্র উন্নত সমাজে বিদ্যমান
- এটি বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়
- প্রতিটি পেশাতেই এর উপস্থিতি বিদ্যমান

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii ঘ

★ সমাজকর্ম মূল্যবোধের ধারণা, সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ

৪১. নিচের কোনটি মানুষের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে? [অনুধাবন]

- ক) ব্যক্তির পরিবর্তন সাধন ক্ষমতায় গুরুত্ব প্রদান  
খ) সেবাগ্রহীতার আত্মনিয়ন্ত্রণ  
গ) ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি  
ঘ) গোপনীয়তা রক্ষার নীতি ঘ

৪২. সমাজে মানুষের আচরণের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে কোনটি? [জান]

- ক) সামাজিক মূল্যবোধ খ) রাজনৈতিক মূল্যবোধ  
গ) ধর্মীয় মূল্যবোধ ঘ) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ক

৪৩. সমাজকর্ম মূল্যবোধ বলতে বোঝায়— [জান]

ক) সামাজিক মূল্যবোধের সমষ্টি

খ) সাধারণ লক্ষ্যার্জনের হাতিয়ার

গ) মানবতার চিরায়ত রূপ

ঘ) সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার উপাদান ঘ

৪৪. কোনটি মানবিক মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হিসেবে কাজ করে? [জান]

ক) ব্যক্তি স্বাধীনতা খ) সামাজিক দায়িত্ববোধ

গ) শ্রমের মর্যাদা ঘ) ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বীকৃতি ঘ

৪৫. আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্ম সমিতি সমাজকর্মের কতিপয় মূল্যবোধ উল্লেখ করেছে- এর মধ্যে প্রথম কোনটি? [সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, তেমনা, ঢাকা]

ক) ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা

খ) মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

গ) পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তির সামর্থ্যের মূল্যায়ন

ঘ) সেবা গ্রহণকারীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ক

৪৬. কোন মূলমন্ত্র গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সকলের জন্যে সমান সুযোগ প্রদানের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে? [জান]

ক) আইনের চোখে সবাই সমান

খ) মানুষে মানুষে ভাই ভাই

গ) মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই

ঘ) মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক গ

৪৭. পেশাদার সমাজকর্মীরা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সাথে কাজ করার সময় কেন অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে? [অনুধাবন]

ক) সমাজকর্মীরা ব্যক্তিত্বপরায়ণ বলে

খ) সাহায্যপ্রার্থীরা নিচু শ্রেণির মানুষ বলে

গ) সমাজকর্মীর ওপর যেন তারা নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে

ঘ) সমাজকর্মীদের পেশাগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্যে গ

৪৮. ব্যক্তিগত স্বকীয়তা এবং যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়— [অনুধাবন]

ক) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

খ) সকলের জন্য সমান সুযোগ

গ) সম্পদের সমন্বয় ঘ) স্বনির্ভরতা অর্জন ক

৪৯. 'নিশ্চয় আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেরা তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করে'- ইসলামের এই বাণীর মধ্যে সমাজকল্যাণের কোন দার্শনিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটেছে? [সরকারি বরহামগঞ্জ কলেজ, পিবাচর, মাদারীপুর]

ক) সকলের সমান সুযোগ দান

খ) আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার

গ) সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ঘ) পারস্পরিক সাহায্য ঘ



৫০. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলতে কী বোঝায়? [সুন্দরাম  
সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ]

- ক) সাহায্যার্থীর বিষয়ে সমাজকর্মীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার
- খ) সাহায্যার্থীর সমস্যা বিশ্লেষণের অধিকার
- গ) সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর অধিকার
- ঘ) সমস্যা সমাধানে সাহায্যার্থীর নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার

৫১. কোন মূল্যবোধের যথাযথ অনুসরণের ফলে মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল মানসিকতা সৃষ্টি হয়? [জ্ঞান]

- ক) আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার
- খ) স্বনির্ভরতা অর্জন
- গ) সকলের সমান সুযোগ দান
- ঘ) শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

৫২. সমাজে একজনের যা কর্তব্য ও দায়িত্ব অন্যজনের তা কী হিসেবে পরিগণিত হবে? [জ্ঞান]

- ক) অধিকার
- খ) মূল্যবোধ
- গ) নৈতিকতা
- ঘ) আইন

৫৩. সমাজে প্রাপ্ত বয়স্ক এবং অবয়স্ক সম্পদের সমন্বয় সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ আনয়নকে কী বলে? [জ্ঞান]

- ক) স্বনির্ভরতা
- খ) গণতান্ত্রিক অধিকার
- গ) সম্পদের সমন্বয়
- ঘ) সামাজিক দায়িত্ববোধ

৫৪. সমাজে সহযোগিতামূলক এবং সমবায়িক মনোভাব সৃষ্টির নিয়ামক কোনটি? [জ্ঞান]

- ক) শ্রমের মর্যাদা
- খ) সামাজিক দায়িত্ববোধ
- গ) ব্যক্তি স্বাধীনতা
- ঘ) পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা

৫৫. 'আমি মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তোমাদের মনুষ্যত্বের কথা মনে রেখো, বাকি সব ভুলে যাও।'—উক্তিটি কার? [জ্ঞান]

- ক) চণ্ডীদাসের
- খ) নেপোলিয়নের
- গ) আলবার্ট আইনস্টাইনের
- ঘ) আরলিয়েন জনশোর

৫৬. ব্যক্তির পছন্দ, চাহিদা, সামর্থ্য এবং ক্ষমতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে? [জ্ঞান]

- ক) ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি
- খ) সম্পদের সমন্বয়
- গ) আত্মনিয়ন্ত্রণ
- ঘ) ব্যক্তিস্বাধীনতা

৫৭. অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ও অ্যাডিলেডে কত বছর মেয়াদি স্নাতকপূর্ব ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়? [জ্ঞান]

- ক) এক বছর
- খ) দুই বছর
- গ) তিন বছর
- ঘ) চার বছর

৫৮. সমাজকর্মের কোন মূল্যবোধটি সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অধিকারকে নিশ্চিত করতে এবং

সমাজকে বৈষম্য ও ভেদাভেদ মুক্ত রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে? [জ্ঞান]

- ক) ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি
- খ) সকলের জন্য সমান সুযোগ
- গ) সম্পদের সমন্বয়
- ঘ) সামাজিক দায়িত্ববোধ

৫৯. সমাজকর্মে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মূল্যবোধটি বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে নির্ধারণ করা হয়— [অনুধাবন]

- i. অপরাধ সংশোধন কার্যক্রমে
- ii. কিশোর অপরাধ সংশোধন কার্যক্রমে
- iii. মানসিক বিকারগ্রস্তদের সাহায্য-সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬০. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেসব বিষয়গুলো নাগরিকের অধিকার হিসেবে স্বীকৃত — [অনুধাবন]

- i. সুস্থ জীবন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা
- ii. অর্থনৈতিক প্রগতির, শান্তি অথবা বহিষ্কার হতে স্বাধীনতা
- iii. চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬১. আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) প্রণীত মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে— [অনুধাবন]

- i. ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি
- ii. সুবিধাভোগীর ক্ষমতায়ন
- iii. মানববৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) i, ii ও iii ঘ) ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৬২ ও ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

হাবিবা এইচএসসি পরীক্ষার্থী। দ্বাদশ শ্রেণিতে উঠার পরপরই বাবা, মা তার বিয়ে দিয়ে দেন। নতুন সংসার ও পরীক্ষার পড়া সব মিলিয়ে সে মানসিক পীড়নের মধ্যে থাকে। টেস্ট পরীক্ষার আগের দিন তার স্বামী কলেজের সমাজকর্মের শিক্ষক মাহফুজ স্যারকে ফোন করে জানায় 'হাবিবা অস্বাভাবিক আচরণ করছে।' শিক্ষক বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেন এবং হাবিবার সাথে সরাসরি কথা বলে তাকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। [সিদ্ধান্ত ২০১০]

৬২. উদ্দীপকের সমাজকর্মের শিক্ষক কী ভূমিকা পালন করেছেন?

- ক) শিক্ষকের
- খ) সমাজকর্মীর
- গ) অভিভাবকের
- ঘ) আত্মীয়ের

৬৩. হাবিবার আচরণ স্বাভাবিক করতে শিক্ষক সমাজকর্মের কী মূল্যবোধ অনুসরণ করতে পারেন?

- i. আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার
- ii. স্বনির্ভরতা অর্জন
- iii. সামাজিক দায়িত্ববোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii



★★ সমাজকর্ম পেশার নীতিমালা, সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ ও নীতিমালার গুরুত্ব

৬৪. ১৯৫৭ সালে জাতিসংঘ এবং অন্তর্জাতিক সমাজকর্মী ফেডারেশন এর সম্মিলিত তত্ত্বাবধানে সমাজকর্মের পেশাগত নীতিমালা নির্ধারণে বিশ্বের কয়টি দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে Study Group গঠন করা হয়? [জান]

ক) ছয়টি খ) সাতটি গ) আটটি ঘ) নয়টি

৬৫. একজন সমাজকর্মীর কোনটিকে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে? [জান]

ক) সমাজকর্ম শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত থাকাকে  
খ) সমাজকর্ম পেশার প্রতি দায়িত্ব পালনকে  
গ) সাহায্যপ্রার্থীদের স্বার্থের প্রতি প্রাধান্য দেওয়াকে  
ঘ) সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্য প্রকাশ করাকে

৬৬. সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালার যথাযথ অনুশীলনের ওপর কোন পেশার সফলতা নির্ভর করে? [জান]

ক) সমাজকর্ম খ) শিক্ষকতা  
গ) চিকিৎসা ঘ) ডাক্তারি

৬৭. সমাজকর্মী সকলকে সমান সুযোগ দান করেন, কারণ এর মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির— [অনুধাবন]

ক) অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ ঘটে  
খ) স্বাস্থ্য ও জীবনমান নিয়ন্ত্রিত হয়  
গ) যেকোনো পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলার ক্ষমতা লাভ করে  
ঘ) নিরপত্তা বিধান ও সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়

৬৮. সমাজকর্মীরা তাদের সহকর্মীদের সাথে আচরণ প্রদর্শন করবে— [অনুধাবন]

i. শ্রদ্ধা বজায় রেখে  
ii. সৌজন্য বজায় রেখে  
iii. বিশ্বস্ততা বজায় রেখে  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬৯. সমাজকর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে সাহায্যার্থী— [অনুধাবন]

i. স্বার্থ সংরক্ষণ করা জরুরি  
ii. অধিকার সংরক্ষণ করা উচিত  
iii. বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে হবে  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

★★ পেশার মানদণ্ডের আলোকে সমাজকর্ম

৭০. 'সমাজকর্ম পেশাগত অনুশীলনের একটি ধারাবাহিক, সুসংগঠিত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।'— কথাটি কে বলেছেন? [জান]

ক) আর্নেস্ট গ্রিনউড  
খ) চার্লস এস লেভি  
গ) ওয়ান্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার  
ঘ) রবিন উইলিয়ামস

৭১. ১৯১৮ সালে আমেরিকার কোন প্রতিষ্ঠানের 'সমাজকর্ম সমিতি' গঠনের মধ্য দিয়ে সমাজকর্মের প্রথম পেশাগত সংগঠনের সূত্রপাত হয়? [জান]

ক) বিশ্ববিদ্যালয় খ) পোশাক শিল্প  
গ) জাহাজ নির্মাণ শিল্প ঘ) হাসপাতাল

৭২. 'এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই যে, সমাজকর্ম পেশার সকল মানদণ্ডই পূরণ করেছে।' সমাজকর্মের পেশাগত বিষয় সম্পর্কিত এ মন্তব্য কার? [জান]

ক) চার্লস এস লেভি খ) রবিন উইলিয়ামস  
গ) আর্নেস্ট গ্রিনউড ঘ) ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার

৭৩. সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে— [অনুধাবন]

i. পৃথিবীর সকল দেশে  
ii. পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে  
iii. কতিপয় উন্নয়নশীল দেশে  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭৪. বর্তমান বিশ্বে সমাজকর্মকে একটি পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পেছনে যৌক্তিকতা— [অনুধাবন]

i. এটি একটি সাহায্যকারী পেশা  
ii. সমাজকর্মীরা অধিক জ্ঞান সম্পন্ন ও দক্ষ হয়  
iii. সমাজকর্ম পেশার সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii  
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৭৫ ও ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রবিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম ডিগ্রি নিয়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে এলাকার যুবকদের স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তার কাজে সমাজের সকলে সমর্থন দান করে।

৭৫. রবিনের কাজটিকে কী বলা হয়? [প্রত্যক্ষ]

ক) সমাজকর্ম পেশা খ) অর্থনৈতিক কাজ  
গ) সামাজিক কর্তব্য ঘ) নৈতিক কাজ

৭৬. তার কাজটি পেশার মর্যাদা লাভের কারণ— [উচ্চতর দক্ষতা]

i. সামাজিক স্বীকৃতি রয়েছে  
ii. সুশৃঙ্খল জ্ঞান রয়েছে  
iii. জনকল্যাণমুখিতা রয়েছে  
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii  
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii